পরম্পরা
৭ এর পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

মানস সরোবর যাত্রা
৬ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ২৪ আশ্বিন – ৩০ আশ্বিন, ১৪৩২ ঃ ১১ অক্টোবর – ১৭ অক্টোবর, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 48, 11 October - 17 October, 2025

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বিমান যাত্রীদের সুরক্ষা আরও নিশ্চিত করতে বিমান

ওঠা নামার আগে ও পরে বিমান চালকদের অ্যালকোহল টেস্টের নিয়মকানুন আরও কঠোর করার প্রস্তাব দিল বিমান পরিবহন নিয়মক সংস্থা বা ডিজিসিএ। অ্যালকোহলের উপস্থিতি মিললে আর ছাড় নয়।

রবিবার : দু বছর ধরে চলা যুদ্ধ থামাতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের

২০ দফা প্রস্তাব মানতে রাজি হল হামাস। এক পোস্টে জানানো হয়েছে ইসরায়েল থেকে অপহৃত ২৫১ জনের মধ্যে যারা জীবিত তাদের এবং যারা মারা গিয়েছে তাদের মৃতদেহ ফেরানো হবে। বদলে থামাতে হবে ইসরায়েলের আক্রমণ।

সোমবার : প্রবল বৃষ্টি, ধস, জলস্রোতে বিপন্ন দার্জিলিং। ভেঙে

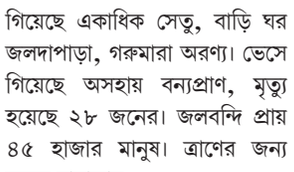

গিয়েছে একাধিক সেতু, বাড়ি ঘর জলদাপাড়া, গরুমারা অরণ্য। ভেসে গিয়েছে অসহায় বন্যপ্রাণ, মৃত্যু হয়েছে ২৮ জনের। জলবন্দি প্রায় ৪৫ হাজার মানুষ। ত্রাণের জন্য চলছে হাহাকার।

মঙ্গলবার : বৃষ্টি–বন্যায় বিপর্যস্ত মানুষকে ত্রাণ দিতে গিয়ে

জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় দুষ্কৃতী হামলায় রক্তাক্ত হলেন আদিবাসী সাংসদ খগেন মুর্মু। ফেটে গিয়েছে তাঁর মাথা ও মুখ। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি হাসপাতলে ভর্তি। আহত হয়েছেন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষও।

বুধবার : হাওড়া বেলগাছিয়া ভাগাড় মামলায় জমা দেওয়া হয়নি

বর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে স্পষ্ট পরিকল্পনা। তাই পুর সচিব, হাওড়ার জেলাশাসক, কমিশনার সহ পাঁচ শীর্ষ আধিকারিককে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় পরিবেশ আদালত।

বৃহস্পতিবার: শুধু নামের তালিকা দিলেই হবে না।

এসএসসিকে দিতে হবে ২০১৬ সালের পরীক্ষার অযোগ্যদের বিস্তারিত তালিকা। নতুন পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের তালিকাও প্রকাশ করতে হবে সব তথ্য সহ। নির্দেশ সুপ্রীম কোর্টের। তবেই বোঝা যাবে কোনো অযোগ্য চাকরি পেল কিনা।

শুক্রবার: মহা উৎসব দুর্গাপুজো শেষ হয়েছে। কলকাতায় ভিড়

জমানো সারা বাংলার মানুষ ফিরে গিয়েছে ঘরে। কিন্তু বৃষ্টি থামেনি। সেই সুযোগে শহরে উত্তর থেকে দক্ষিণ শুরু হয়েছে মশাদের উৎসব ডেঙ্গি। বৃষ্টিতে বিদ্যুৎ কেড়েছিল কিছু শহরবাসীর প্রাণ। এবার বোধহয় ডেঙ্গিতে যাবে কয়েকটা।

সবজান্তা খবরওয়ালা

লোভের কাছে পর্যুদস্ত আইন–আদালত

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ পর্যটন মাফিয়াদের কবলে

ওঙ্কার মিত্র

বিদায়ের আগে এবারের শক্তিশালী বর্ষা ল্যাজের ঝাপটাটা দিয়ে গেল উত্তরবঙ্গের জনজীবনে। অনেকের ধারণা শাস্ত্রীয় বিধি মেনে ফলে গেল মা দুর্গার দোলায় গমণের ফল। আবার প্রশাসনের কর্তাদের মতে একদিনে রেকর্ড পরিমান বৃষ্টির ফলেই এই বিপর্যয়। যে যাই বলুক পরিবেশবিদরা কিন্তু মনে করেন এই বিপর্যয় পুরোটাই মানুষের তৈরি। এত মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতি পর্যটনের নামে অনিয়ন্ত্রিত লোভের ফলশ্রুতি।

পরিবেশ কর্মীদের দাবি, সারা ভারতে পর্যটন শিল্প প্রসারের নামে যথেচ্ছাচার চলছে। দেশের পাহাড়, নদী, সমুদ্র, বন–জঙ্গল, মরুভুমি, সমতল সবই পর্যটন মাফিয়াদের দখলে। এরা এতটাই শক্তিশালী ও নেতা নেত্রীদের মদতপুষ্ট যে, পরিবেশের কোনো নিয়ম বিধি না মানলেও থাকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ফলে পয়সার লোভে যত্রতত্র গড়ে উঠছে অবৈধ হোটেল, হোমস্টে, রিসর্ট, বিনোদন পার্ক। নির্বিচারে ধ্বংস হচ্ছে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, সুস্থ পরিবেশ, মানুষের জীবন জীবিকা। অথচ কেন্দ্র–রাজ্য সব সরকার মুখে জনদরদের কথা বললেও পরিবেশের নিয়ম কানুন না মানার ফলে বারবার বিপর্যয় ঘটলেও সম্পূর্ণ নির্বিকার। তাই আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও অবৈধ নির্মাণের দায়ে একজন পর্যটন মাফিয়াও ধরা পড়ে না। বরং তাদের জন্য আইনের নানা বেড়াজালের ব্যবস্থা করে রেখেছে প্রশাসন।

আমাদের সংবিধান প্রাথমিকভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষার জন্য সরাসরি কোনো ব্যবস্থা করেনি। তবে, ১৯৭২ সালে স্টকহোমে জাতিসংঘের মানব পরিবেশ সম্মেলনের পর ভারতীয় সংবিধান সংশোধন করে পরিবেশ সুরক্ষাকে একটি সাংবিধানিক আদেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

রাজ্যে নৈরাজ্য: রাজ্যপাল রিপোর্ট দিলেন রাষ্ট্রপতিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিল্লি : রাজ্যে নৈরাজ্য চলছে, আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই খারাপ। এই মর্মে ৮ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস একটি রিপোর্ট জমা দিলেন। গত ৬ অক্টোবর লক্ষ্মীপুজোর দিন উত্তরবঙ্গের নাগরাকাটায় বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের উপর হামলা হয়। মারাত্মকভাবে রক্তাক্ত অবস্থায় জখম হন সাংসদ খগেন মুর্মু। এই ঘটনা জানার পরই ওই দিনে কেরল থেকে সরাসরি উত্তরবঙ্গে পৌঁছান রাজ্যপাল। উত্তরবঙ্গের বানভাসি এলাকা পরিদর্শনের পাশাপাশি মঙ্গলবার শিলিগুড়ির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাংসদ খগেন মুর্মু, বিধায়ক শংকর ঘোষের সঙ্গে দেখা করে তাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন রাজ্যপাল। সেদিনই তিনি বলেছিলেন বুধবার দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে বিস্তারিত রিপোর্ট তুলে দেবেন। সেই মর্মে বুধবারই রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বিস্তারিত রিপোর্ট তুলে দেন। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। তার অভিযোগ, রাজ্যে অরাজকতা ও গুন্ডারাজ চলছে। পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য একাধিক বিকল্প ভাবা হচ্ছে। সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করে তাহলে কি রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হতে চলেছে? সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য তিনি জানান, রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে কথা হলেও আলোচনায় ৩৫৬ ধারা বা রাষ্ট্রপতি শাসন সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে তার স্পষ্ট বক্তব্য রাজ্যে যে একাধিক জায়গায় গুন্ডারাজ চলছে তা পরিষ্কার। তবে রাজ্যপাল বলেন, রাষ্ট্রপতি শাসন জারির সুপারিশ এখনো করিনি। তিনি আরো বলেন, রাজ্যের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সুরক্ষার জন্য যা যা করা দরকার তা স্বচ্ছ ভাবে করা হবে। তিনি বলেন, গত তিন বছর ধরে আমি এই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। এটা চলতে পারেনা, কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। বাংলাকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতেই হবে। এখন মানুষ ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন। রাজনৈতিক রক্তের হোলি খেলা চলতে দেওয়া যায় না।

অন্যদিকে জানা যাচ্ছে নাগরাকাটা থানায় যে ৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছিল সাংসদ এবং বিধায়কের হামলার ঘটনায় তার মধ্যে ৫ জনকে এখনো পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে। তৃণমূল সূত্রের খবর, কোনরকম বর্বরোচিত আক্রমণকে তৃণমূল কখনও সমর্থন করে না। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মানবিক বলেই আহত সাংসদকে হাসপাতালে দেখতে গেছেন। বিজেপি সব ব্যাপারেই রাজনীতি করছে। বাংলার ঘটনার জেরে অন্যায়ভাবে ত্রিপুরাতে আমাদের রাজনৈতিক দপ্তরে হামলা চালানো হয়েছে। সেখানে তাহলে কি গণতন্ত্র বিপন্ন নয়? –ফাইল চিত্র

পুজো কমিটিগুলি ডেঙ্গি নির্দেশ না মানলেও অসহায় পুর কর্তারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকায় দুর্গোৎসব চলাকালে ডেঙ্গুর ভাইরাসবাহী মশার বংশবৃদ্ধি রোধে কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের মুখ্য পৌর স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. রণিতা সেনগুপ্তের গত ২১ আগস্টের দেওয়া সরকারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা বা পরামর্শকে কলকাতার ৮০ শতাংশ দুর্গোৎসব উদ্যোক্তা গুরুত্ব দিচ্ছেন না বলে কলকাতা পৌরসংস্থা স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের কর্তাদের অভিযোগ। সেইসূত্রেই ওই স্বাস্থ্য কর্তাদের বক্তব্য, কলকাতা পৌর এলাকার যেসব দুর্গোৎসব উদ্যোক্তারা কলকাতা পৌরসংস্থার দেওয়া নির্দেশিকাকে অবজ্ঞা করছেন। তাদের কলকাতা 'শ্রী পুজো সম্মাননা ২০২৫' দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। প্যান্ডেলের জন্য বা বিজ্ঞাপনের বড়ো বড়ো হোর্ডিং লাগানোর জন্য যে লম্বা লম্বা বাঁশ পোঁতা হয়েছে, তার মাথায় থাকা গর্তওয়ালা মুখ বালি দিয়ে ভরাট করে দেওয়ার নির্দেশ ২১ আগস্টের নোটিশে বলা হয়েছিল। তা কলকাতার অধিকাংশ পুজো কমিটি বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে উপেক্ষা করেছে। তাতে প্রবলভাবে হতাশ কলকাতা পৌরসংস্থার উপমহানাগরিক তথা স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ।

এরপর পাঁচের পাতায়

সাগর সেতুর টেন্ডার পাশ

সৌরভ নস্কর: গঙ্গাসাগর সেতু নির্মাণ প্রকল্প আবারও এক ধাপ এগিয়ে গেল। রাজ্যের মুড়িগঙ্গা নদীর উপর বহু প্রতীক্ষিত এই সেতু তৈরির জন্য অবশেষে নতুন টেন্ডার প্রকাশ এবং তার সফল নিষ্পত্তি হল। এই প্রকল্পের দায়িত্ব পেল বিশ্বের অন্যতম নামকরা নির্মাণ সংস্থা লারসেন অ্যান্ড টিউব্রো (এল অ্যান্ড টি)। এর ফলে সেতুটি তৈরি হওয়া নিয়ে সাগর দ্বীপবাসীদের মনে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে সাগর দ্বীপবাসীরা মুড়িগঙ্গা নদীর ওপর একটি সেতুর দাবি জানিয়ে আসছেন। রাজ্য বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সেতু তৈরির ঘোষণা করে প্রাথমিক ভাবে ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। তবে এর আগে পর্যাপ্ত অংশগ্রহণকারী না থাকায় টেন্ডার বাতিল হয়ে গিয়েছিল, যা নিয়ে বিরোধীরা প্রচার শুরু করে দিয়েছিল যে গঙ্গাসাগর সেতু নির্মাণ হবে না। অবশেষে সকল জল্পনা–কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ১০ অক্টোবর নতুন করে প্রকাশিত টেন্ডারেই কাজের অনুমোদন দেওয়া হল। প্রাথমিকভাবে এই সেতুর মোট ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা। চুক্তি অনুযায়ী, কাকদ্বীপের লট নম্বর ৮ থেকে কচুবেড়িয়া পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৪ কিলোমিটার এই সেতুর নির্মাণ কাজ ৪ বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

বাদ যাবে এক কোটি নাম : শুভেন্দু আগুন নিয়ে খেলবেন না : মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্পেশাল ইনটেন্সিভ রিভিশন অর্থাৎ এসআইআর নিয়ে রাজ্য রাজনীতি এখন সরগরম হয়ে উঠেছে। গত বুধবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনারের ডেপুটি কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা শাসকদের সঙ্গে একটা ভার্চুয়াল মিটিং করেছেন ইতিমধ্যেই। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী ১৫ অক্টোবরের মধ্যে এসআইআর শুরু হওয়ার আগের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে সমস্ত জেলা শাসককে। দীপাবলি উৎসব মিটলেই এসআইআরের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হতে পারে। তার ৩ মাস পর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যেতে পারে বলে সূত্রের খবর। নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে বলাকা সভা ঘরেও একটি সভা করেন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক, পূর্ব মেদনীপুর, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম জেলার প্রশাসনের সঙ্গে। তিন জেলার প্রশাসনিক প্রধানদের পাশাপাশি এদিন প্রায় ৪৫০ বিএলওকে নিয়ে বৈঠক করেছে কমিশন। কোন বৈধ ভোটারের নাম বাদের ক্ষেত্রে ত্রুটি নজরে এলে বিএলওরাই দায়ি থাকবে। তবে এই প্রসঙ্গে উঠে এসেছে বুথ লেভেল অফিসারদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গ। এ ব্যাপারে রাজ্যের দায়িত্বের কথা বলা হলেও নজরদারিতে কমিশন থাকবে বলেও কর্তারা জানিয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন, এসআইআরে একজনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাবে না। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, এসআইআর হলে এ রাজ্যে এক কোটি ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাবে। তিনি আরো বলেন, রাজ্যের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে এসআইআর তৈরিতে আমরাও জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করবো। চূড়ান্ত তালিকা বেরোনো পর্যন্ত আমাদের সজাগ দৃষ্টি থাকবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এসআইআরের বিরাট প্রভাব পড়বে বলে মনে করেন। এসআইআর প্রসঙ্গে গত ৯ অক্টোবর নবান্নে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে বলেন, আগুন নিয়ে খেলবেন না।

এরপর পাঁচের পাতায়

পুলিশের ভূমিকায় অসন্তোষ জাতীয় মহিলা কমিশনের

দেবর্ষি মজুমদার, রামপুরহাট : পুলিশের ভূমিকায় হতাশা প্রকাশ করলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন অর্চনা মজুমদার। তাঁর দাবি, পুলিশ সক্রিয় থাকলে নাবালিকা ছাত্রীকে খুন হতে হত না। তাছাড়া ছাত্রীর শরীরের সমস্ত অংশ উদ্ধার না হওয়া সত্ত্বেও তড়িঘড়ি চার্জশিট দেওয়া হল কাদের খুশি করতে সেটা নিয়েও প্রশ্ন তুলে গেলেন অর্চনা মজুমদার।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ২৮ আগস্ট গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে বেড়িয়ে আর বাড়ি ফেরেনি শ্যামপাহাড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষা পীঠের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। তার বাড়ি স্কুল সংলগ্ন বারোমেশিয়া গ্রামে। খুনের ২০ দিনের মাথায় ওই স্কুলেরই ভৌত বিজ্ঞানের শিক্ষক মনোজ কুমার পালকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ জানতে পারে ছাত্রীকে ধর্ষণের পর কেটে টুকরো টুকরো করে সেচখালে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৬ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে দেহের একাংশ উদ্ধার করে পুলিশ। কোমর থেকে পায়ের দিকের অংশের এখনও খোঁজ মেলেনি। তারমধ্যেই শুধুমাত্র শিক্ষককে একমাত্র অভিযুক্ত করে ২৬ সেপ্টেম্বর চার্জশিট জমা দেয় পুলিশ।

এরপর পাঁচের পাতায়

এখানেই রামপ্রসাদকে বলি দিতে চেয়েছিলেন রঘু ডাকাত

কুনাল মালিক

হুগলি জেলার মগরা থানার অন্তর্গত ত্রিবেনীর সপ্তগ্রামের বাসুদেবপুরের রঘু ডাকাতের ডাকাত কালীমন্দির একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক ধর্মীয় তীর্থক্ষেত্র। গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে ডুমুরদহ থেকে দক্ষিণে প্রায় ৫০০ বছর পূর্বে ইতিহাসের পাতায় ফিরে গেলে, জানা যায় তৎকালীন সময়ে হুগলি জেলা জুড়ে ডাকাতদের একটা প্রভাব ছিল সর্বত্র। নদীপথে যে সমস্ত বাণিজ্য তরি চলাচল করতো, নদী তীরবর্তী জংলাকীর্ণ অঞ্চল থেকে ডাকাতের দল সেই সমস্ত বাণিজ্য তৈরিতে লুটপাট চালাত। ওই সময় এলাকার কুখ্যাত ডাকাত ছিলেন রঘু ডাকাত এবং তার ভাই বুধো ডাকাত। জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ও ন্যায় বিচারের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন এই রঘু ডাকাত। তারপরই তার ভাই বুধো ডাকাত বাসুদেবপুরে ডাকাত কালীমন্দির নির্মাণ করেন। জানা যায়, এই মন্দিরে পুজো দিয়ে এবং তার আগে মন্দিরের পিছনে যে পুষ্করিণী আছে সেখানে স্নান করে ডাকাতি করতে বের হত রঘু ডাকাতের দল। জমিদার এবং নীলকরদের সম্পত্তি লুটপাট করে তারা গরীব মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দিত। যে কারণে একটা রবিনহুড ইমেজ তৈরি হয়েছিল রঘু ডাকাতের। এখানকার প্রাচীন যে মন্দির সেটা গম্বুজাকৃতি এক চূড়া বিশিষ্ট। সামনে বিশাল চাতাল এবং মন্দিরের পিছনে একটি বড় পুকুর আছে। জনশ্রুতি এখনও এই পুকুরে অমাবস্যার রাতে গর্ভ গৃহ থেকে মা কালী অর্থাৎ দক্ষিণাকালী এখানে স্নান করতে নামেন। আর আছে বলি দেওয়ার জন্য একটি হাড়িকাঠ। আজ থেকে ৪০০–৫০০ বছর আগে এখানে ডাকাতরা হামেশাই নরবলি দিত। তবে বর্তমানে নরবলি প্রথা বন্ধ হয়ে গেছে দীর্ঘদিন। অমাবস্যার সময় কারো মানৎ থাকলে ছাগ বলি দেওয়ার রীতি এখনো চালু আছে। এই মন্দিরে মূল অনুষ্ঠান হয় মাঘ মাসের শুক্লা তিথিতে এবং দীপাবলীর দিন। এই মন্দিরে রঘু ডাকাত নরবলি প্রথা বন্ধ করে দিয়েছিলেন একটি ঘটনার জেরে। জনশ্রুতি একবার মধ্যপ্রদেশ থেকে যখন হালিশহরে ফিরছিলেন সাধক রামপ্রসাদ, তখন রঘু ডাকাতের দলবল তাকে ধরে এনে মায়ের কাছে বলি দেবার জন্য নিয়ে আসে। সাধক রামপ্রসাদ শেষ

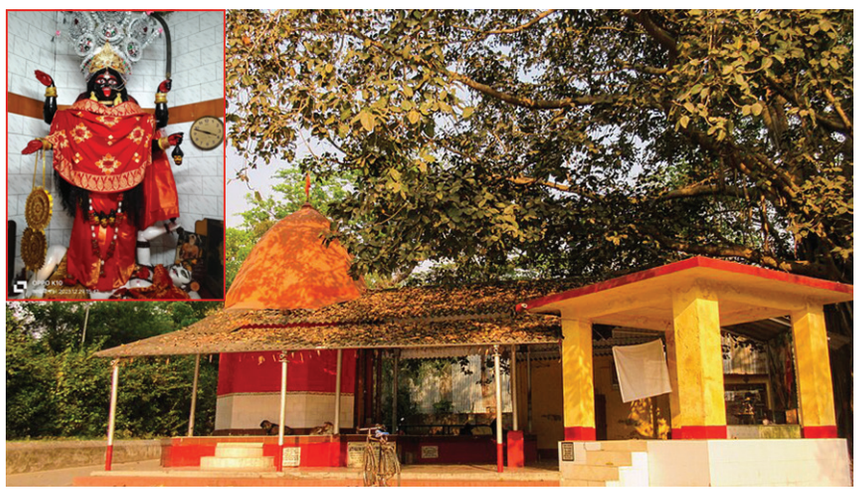

ইচ্ছা হিসেবে দক্ষিণাকালীকে একটি গান শোনাবার আবেদন করেছিলেন। রঘু ডাকাতের দল তাকে সেই অনুমতি দেয়। সাধক রামপ্রসাদ যখন সুন্দর একটি শ্যামা সংগীত গাইছিলেন তখন রঘু ডাকাত হঠাৎ দেখেন হাড়িকাঠে মা কালীর প্রতিচ্ছবি। রঘু ডাকাতের দু চোখ জলে ভরে যায় এবং তিনি সাধক রামপ্রসাদকে হাড়িকাঠ থেকে মুক্ত করে দিয়ে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেদিন থেকেই রঘু ডাকাত নরবলি প্রথা বন্ধ করে দেন ডাকাত কালীর মন্দিরে। পরবর্তী জীবনে রঘু ডাকাত এবং বিধু ডাকাত সম্পূর্ণ কালী সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। বর্তমানে মন্দিরটির সংস্কার করা হচ্ছে। ১৯৯৮ সালে এই মন্দিরে একটি ভয়াবহ চুরির ঘটনা ঘটে। মায়ের সমস্ত অলংকার চুরি হয়ে যায় এবং মূর্তিটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন মায়ের মূর্তিটি ছিল মাটির। বর্তমানে যে বিগ্রহটি শোভা পাচ্ছে সেটা চিন্তাহরণ মহারাজ তৈরি করে দিয়েছেন যেটি সিমেন্টের তৈরি। দক্ষিণা কালী এখানে রুদ্রমূর্তি। তার ৪ টি হাত। একটি হাতে শোভা পাচ্ছে একটি তলোয়ার। জানা যায়, এই তলোয়ার দিয়েই রঘু ডাকাত নরবলি দিতেন। বর্তমানে এই মন্দির আজও সমান জাগ্রত ভক্তদের কাছে। এখানে পুজো দেওয়ার জন্য মন্দিরের ভিতরেই একটি ডালার দোকান আছে। হাওড়া থেকে বর্ধমানগামী লোকাল ট্রেনে উঠে মগরা স্টেশনে নেমে টোটো করে ৫ মিনিটের মধ্যেই এই ডাকাত কালীমন্দিরে পৌঁছে যাওয়া যায়। শিয়ালদহ থেকে কাটোয়াগামী লোকাল ট্রেনে উঠেও মগরা স্টেশনে নেমে এই ডাকাত কালী মন্দিরে যাওয়া যায়।

অর্থনীতি

জিএসটি পরবর্তীকালেও বাজার দুর্বল

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

শুল্ক মোকাবেলায় দেশীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য জিএসটিকে সহন সীমার বেশি কম করা সত্বেও বাজারের চাঙ্গা ভাব দেখা যাচ্ছে না। ইনডেক্স ম্যানেজমেন্টের আসার কথা যে ভারত চীন ও রাশিয়া নিয়ে যে নতুন সমীকরণ তৈরি হচ্ছে এবং তার উপর ভিত্তি করে ভারতীয় কারেন্সি যে অন্য মাত্রায় যাবার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে তা নিশ্চিত ভাবে লগ্নিকারীদের ভরসা যোগাবে। একের পর এক তুঘলক কি সিদ্ধান্ত আমেরিকার ক্ষেত্রেও

মাধ্যমে 'ফীল গুড' এর বিষয়টি চললেও অধিকাংশ স্টক নিম্নগামী। কেবলমাত্র তাই নয় বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা ক্রমাগত বিক্রি করে যাচ্ছে এবং তাতে রক্তক্ষরণ বন্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কাজেই বাজার বলতে এখন উচু লেভেলে বিক্রি করে নিচু লেভেলের জন্য অপেক্ষা করা। সোনা ও রুপো লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এবং উৎসব মরশুমে মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে। বড় শিল্প গোষ্ঠী টাটা এর অন্দর মহলে ক্ষমতার লড়াইকে কেন্দ্র করে বড় অসন্তোষ শুরু হয়েছে। আদানিকে ক্লিনচিট দিলেও ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ভাবে নানা রকম নেগেটিভ খবর আসছে। এর মধ্যে আত্মঘাতী হয়ে উঠেছে! এই অবস্থায় ভারত অন্যান্য দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির জন্য যথেষ্ট প্রয়াস শুরু করেছে, যাতে করে বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষতি যতটা সম্ভব রোধ করা যায়। আজ বুধবার যখন এই লেখা লিখছি তখন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি ২৫১০০ লেভেল এর কাছে রয়েছে যা সার্বিকভাবে স্থিত অবস্থায় মনে হলেও স্টকের অবস্থা ভীষণ খারাপ। কেবল তাই নয় বিগত এক বছরে বাজার থেকে রিটার্ন শূন্য। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত সূচকের নিচের দিকে ২৪ হাজার ৮০০ বড় সাপোর্ট লেভেল এবং উপরের দিকে ২৫ ২০০ থেকে ২৫ ৫০০ বড় রেজিস্ট্যান্স লেবেল।

স্বনির্ভরতার নতুন দিশা

মহিলাদের হাতে তৈরি রুটি–কেক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ গঙ্গাসাগরের পিছিয়ে পড়া মহিলাদের স্বনির্ভরতার এক নতুন পথ দেখাল স্থানীয় সংস্থা 'সবুজ সংঘ'। কমলপুর এলাকায় সম্প্রতি চালু হয়েছে তাদের নতুন উদ্যোগ 'সাগর ইউরো বেকারি', যেখানে স্থানীয় মহিলারা রুটি, কেক ও নানা ধরনের বিস্কুট তৈরি করছেন।

এই উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য হল আর্থিকভাবে দুর্বল মহিলাদের কর্মসংস্থান ও স্বাবলম্বী করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা। বেকারির সম্পূর্ণ কাজ পরিচালনা করছেন মহিলারাই। তাদের হাতে তৈরি পণ্যগুলি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন উপায়ে তৈরি হচ্ছে।

স্থানীয় বাজারে 'সাগর ইউরো বেকারি'–এর পণ্যগুলি তুলনামূলকভাবে কম দামে পাওয়া যাচ্ছে। ক্রেতাদের প্রতিক্রিয়াও অত্যন্ত ইতিবাচক। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এই রুটি ও কেক বাজারে উপলব্ধ অন্যান্য পণ্যের তুলনায় কেবল দামেই কম নয়,

স্বাদেও অনেক বেশি সুস্বাদু।

'সবুজ সংঘ' জানিয়েছে, এই উদ্যোগ প্রতিটি মহিলার কাছে নতুন স্বপ্নের গল্প হয়ে উঠেছে, যা তাদের গর্বের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সাহায্য করছে। স্থানীয় প্রশাসন এবং জনসাধারণ এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এই বেকারি শুধু মহিলাদের রুজি–রোজগারের পথ দেখাচ্ছে না, বরং গঙ্গাসাগরের অর্থনীতিতেও এক নতুন আশার সঞ্চার করছে।

আইটিআইতে পূর্বভারতে প্রথম ক্যানিংয়ের সায়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইটিআই থেকে পড়াশোনা করে পূর্ব ভারতের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলো ক্যানিংয়ের তালদি'র সায়ন নস্কর। মা রিনা নস্কর আশা কর্মী। বাবা সুব্রত নস্করের ছোট্ট একটি পান দোকান আছে তালদি বাজারে। ক্যানিংয়ের বঙ্কিম সরদার কলেজ থেকে স্নাতক উত্তীর্ণ হওয়ার পর ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকের আইটিআই কলেজে ভর্তি হয়। কম্পিউটার অপারেটিং এন্ড প্রোগ্রামিং নিয়ে পড়াশোনা করে। এক বছর আগে সেখানে ভর্তি হয়েছিল সে। এবছর জুলাই মাসে পরীক্ষা হয় এবং তার ফলাফলও প্রকাশ হয় সেপ্টেম্বর মাসে। সেই ফলে দেখা যায় পূর্ব ভারতের মধ্যে প্রথম হয়েছে সায়ন। ৬০০ মধ্যে ৬০০ নম্বর পেয়েছে সে। মূলত প্রতিবছর কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে যে সমস্ত ছাত্র–ছাত্রীরা ভালো ফলাফল করে আইটিআইতে তাদেরকে সম্বর্ধনা জানান দেশের প্রধানমন্ত্রী। এবছর ৪ অক্টোবর শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিজ্ঞান ভবনে সারা ভারত থেকে যে সমস্ত ছাত্র–ছাত্রীরা ভালো ফলাফল করেছে তাদেরকে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। তার মধ্যে সায়ন নস্করকেও সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে। সায়ন এখন পড়াশোনা করতে চায় রেলের চাকরির জন্য। গত বছরও ক্যানিং এর আইটিআই থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল এক ছাত্র। সেও কম্পিউটার অপারেটিং এ সারা ভারতের মধ্যে প্রথম হয়েছিল।

জেনে রাখা দরকার

কত্থক

সংস্কৃত শব্দ কথা অর্থাৎ কাহিনি এবং কথক অর্থাৎ যিনি কাহিনি বলেন, এই দুটি শব্দ থেকে কত্থক–এর উৎপত্তি। এই নৃত্যে কোনো একটি কাহিনি বা ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়।

কত্থক নৃত্যশৈলীর উদ্ভব উত্তরপ্রদেশে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে এই নৃত্য পরিবেশিত হয়, বাদ্যযন্ত্র হিসেবে থাকে তবলা বা পাখোয়াজ। বর্তমানে এটি পাকিস্তানের জাতীয় নৃত্য।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে কথকরা সঙ্গীতের মাধ্যমে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি পরিবেশন করতেন। সেই সঙ্গে কথকরা এক ধরনের নৃত্যরীতিও পরিবেশন করতেন। কথকদের এই কথক নৃত্যরীতি চলে আসত বংশ পরম্পরায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কথক নৃত্যরীতির একটি নির্দিষ্ট শৈলী গড়ে ওঠে।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব পড়ে কথক নাচের ওপর। রাধাকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা হয়ে ওঠে কথক নাচের বিষয়। এই সময়েই মন্দিরের আধ্যাত্মিকতা থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরতে থাকে এই নৃত্যধারা।

মোগল শাসনকালে কথক নৃত্যশৈলীকে প্রভাবিত করে পারসি নৃত্যশৈলী। মোগল রাজদরবারে নিয়মিত বসতে থাকে কথক নাচের আসর। সম্রাট ছাড়াও সমাজের উচ্চ মহলে কদর মিলতে থাকে কথক

নৃত্যপটীয়সীদের। এই সময় কথক নৃত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি গড়ে ওঠে। কথক নৃত্যের চক্কর বা ঘূর্ণন নৃত্যশৈলীর সৃষ্টি সম্ভবত এই সময়েই।

হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মেল বন্ধনে গড়ে ওঠা কথক নৃত্যশৈলী অন্যান্য ভারতীয় নৃত্যধারার থেকে আলাদা হলেও এর মূল শিকড় রয়ে গেছে ভারতীয় ধ্রুপদি নৃত্যে। ভারতীয় ধ্রুপদি নৃত্যে হাতের বিভিন্ন মুদ্রা বা বিভিন্ন অঙ্গ ভঙ্গিমা (যেমন ত্রিভঙ্গি) কথক নৃত্যশৈলীর অঙ্গ।

ব্রিটিশ শাসনে কথক নৃত্যের নিম্নগতি শুরু হয়। ব্রিটিশ শাসকেরা এই নৃত্যরীতিকে তওয়াইফ–দের নাচ এবং তওয়াইফদের যৌনকর্মী হিসেবে চিহ্নিত করে এর সর্বনাশ ঘটায়। তবুও এই সময়ে কেউ কেউ (যেমন গহরজান) এই নৃত্যশৈলীর মর্যাদা রক্ষা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যান।

স্বাধীনতার পর কথক আবার তার পুরনো মর্যাদা ফিরে পেতে থাকে। মহারাজ পরিবারের আচ্চান মহারাজ, শম্ভু মহারাজ, লাচ্চু মহারাজ, বিরজু মহারাজ, শাশ্বতী সেন, সিতারা দেবী, বেনারসের সুখদেব মহারাজ প্রভৃতি আবার কথককে জনপ্রিয় ও মর্যাদা দান করেন।

মোগল যুগে বিভিন্ন রাজা মহারাজা কথক নৃত্যে তাঁদের অবদান রেখে গেছেন। এর মধ্যে উল্লেখ্য অবধের নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ। ওয়াজিদ আলি নিজে কথক নৃত্যে পারদর্শী ছিলেন। তিনি গড়ে তোলেন কথক নৃত্যের লক্ষ্ণৌ ঘরানা, যা অভিনয় ও নাট্য বা ভাব প্রকাশকে বেশি গুরুত্ব দেয়। অন্যদিকে জয়পুর ঘরানায় জটিল নৃত্য ও দ্রুত নৃত্যরীতিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই একই সময়ে গড়ে ওঠে বেনারস ঘরানার কথক নৃত্য।

রেলে ১,৭৬৩ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, প্রয়াগরাজ: উত্তর–মধ্য রেলে ১৭৬৩ জন অ্যাপ্রেন্টিস নিচ্ছে। ফিটার, ওয়েল্ডার, আর্মেচার ওয়াইন্ডার, মেশিনিস্ট, কার্পেন্টার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, পেইন্টার (জেনারেল), মেকানিক (ডিজেল), ইনফর্মেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি সিস্টেম মেন্টেন্যান্স, ওয়্যারম্যান, প্লাম্বার, মেকানিক কাম অপারেটর ইলেক্ট্রনিক্স কমিউনিকেশন সিস্টেম, হেলথ স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড ওয়েব পেজ ডিজাইনার, কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং টেকনিশিয়ান, এম.এম.টি.এম., ক্রেন, ড্রাফটসম্যান (সিভিল), স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ) ও স্টেনোগ্রাফার (হিন্দি) এইসব ট্রেডে নেওয়া হবে।

যোগ্যতা: স্বীকৃত পর্ষদ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা এন.সি.ভি.টি.র অনুমোদিত আই.টি.আই. থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারে। ওপরের সব ট্রেডে আই.টি.আই. কোর্স পাশ বিনা আবেদন করবেন না।

বয়স: ১৬–৯–২০২৫'এর হিসাবে বয়স হতে হবে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। সব ট্রেডই ১ বছরের। রেলে চাকরির বেলায় অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিংপ্রাপ্তদের জন্য ২০% শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে।

শূন্যপদ: প্রয়াগরাজ ডিভিশনে ফিটার ৫৮১টি (জেনাঃ ২৩৭, ও.বি.সি. ১৫৬, তঃজাঃ ৮৭, তঃউঃজাঃ ৪৩, ই.ডব্লু.এস. ৫৮)। ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই) ২২টি (জেনাঃ ৯, ও.বি.সি. ৬, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ২)। কার্পেন্টার / উড ওয়ার্ক টেকনিশিয়ান ১৬টি (জেনাঃ ৭, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। পেইন্টার (জেনারেল) ১২টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১. ই.ডব্লু.এস. ১)। আর্মেচার ওয়াইন্ডার ৪৭টি (জেনাঃ ১৭, ও.বি.সি. ১৩, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ৬)। ক্রেন ৮টি (জেনাঃ ৩. ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। মেশিনিস্ট ১৫টি (জেনাঃ ৭, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১. ই.ডব্লু.এস. ১)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ২টি (জেনাঃ)। ঝাঁসি ডিভিশনে ফিটার ২৪০টি (জেনাঃ ৯৭, ও.বি.সি. ৬৫, তঃজাঃ ৩৬, তঃউঃজাঃ ১৮, ই.ডব্লু.এস. ২৪)। ওয়েল্ডার ১৩টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ইব্লু. এস. ১)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ১২০টি (জেনাঃ ৪৯, ও.বি.সি. ৩২, তঃজাঃ ১৮, তঃউঃজাঃ ৯, ই.ডব্লু.এস. ১২)। মেকানিক (ডিজেল) ৫৭টি (জেনাঃ ২৩, ও.বি.সি. ১৫, তঃজাঃ ৯, তঃউঃজাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ৬)। কার্পেন্টার / উড ওয়ার্ক টেকনিশিয়ান ৬টি (জেনাঃ ২, ও.বি. সি. ২, তঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। পেইন্টার ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। টার্নার ৩টি (জেনাঃ

২, ও.বি.সি. ১)। মেশিনিস্ট ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ৫০টি (জেনাঃ ২০, ও.বি.সি. ১৩, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ৫)।

হেড কোয়ার্টার্স /প্রয়াগরাজ– স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ) ৭টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। স্টেনোগ্রাফার (হিন্দি) ৭টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১. তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ১২টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড ওয়েব পেজ ডিজাইনার–৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং টেকনিশিয়ান ২টি (জেনাঃ ১. ও.বি.সি. ১)।

ঝাঁসি ওয়ার্কশপে – ফিটার ১১৯টি (জেনাঃ ৪৮, ও.বি.সি. ৩২, তঃজাঃ ১৮, তঃউঃজাঃ ১৯, ইব্র.এস. ১২)। ওয়েল্ডার ৫৭টি (জেনাঃ ২৩, ও.বি.সি. ১৫, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ৬)। মেশিনিস্ট ২০টি (জেনাঃ ৮, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ২)। পেইন্টার ১৭টি (জেনাঃ ৭, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ২)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ২১টি (জেনাঃ ৮, ও.বি.সি. ৬, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ই.ডব্লুএস. ২)। স্টেনোগ্রাফার (হিন্দি) ১টি (জেনাঃ)।

আগ্রা ডিভিশনে– ফিটার ৮০টি (জেনাঃ ৩২, ও.বি.সি. ২২, তঃজাঃ ১২, তঃউঃজাঃ ৬, ই.ডব্রু.এস. ৮)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ১২৫টি (জেনাঃ ৫০, ও.বি.সি. ৩৪, তঃজাঃ ১৯, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১৩)। ওয়েল্ডার ১৫টি (জেনাঃ ৭, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। মেশিনিস্ট ৫টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। কার্পেন্টার/ উড ওয়ার্ক টেকনিশিয়ান ৫টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। পেইন্টার ৫টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। ইনফর্মেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি সিস্টেম মেন্টেন্যান্স ৮টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। প্লাম্বার ৫টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। ড্রাফটসম্যান (সিভিল) ৫টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। স্টেনোগ্রাফি (ইংলিশ) ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। ওয়্যারম্যান ১৩টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। মেকানিক কাম অপারেটর ইলেক্ট্রনিক্স কমিউনিকেশন ১৫টি (জেনাঃ ৭, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লুএস. ১)। হেলথ স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ৬টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, ই.ডক্র.এস. ১)। মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড ওয়েব পেজ ডিজাইনার ৫টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)।

এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: RRC/NCR/Act. Apprentice 01/2025 Dated 16.09.2025. ১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস আইন ও ১৯৬২ সালের অ্যাপ্রেন্টিস নিয়মানুযায়ী ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। হস্টেল নেই। ট্রেনিং শেষে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বর দেখে ও আই.টি.আই. কোর্স পাশের সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রমাণ পত্র দেখে প্রাথমিকভাবে বাছাই প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। কোনো লিখিত পরীক্ষা বা, ইন্টারভিউ হবে না। উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে বাড়তি কোনো সুযোগ পাবেন না। মোট শূন্যপদের ১.৫ গুণ প্রার্থীকে ডাকা হবে।

দরখাস্ত: ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত দরখাস্ত করবেন অনলাইনে। এই ওয়েবসাইটে : www.rrcpryj.org এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এজন্য নিচের এইসব প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন: (ক) পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার, (খ) ক্লাস এইট বা, মাধ্যমিক পাশের মার্কশীট, (গ) বয়সের প্রমাণ পত্র, (ঘ) আই.টি.আই. পাশের সার্টিফিকেট, (ঙ) কাস্ট সার্টিফিকেট, (চ) প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট। ওপরের সব প্রমাণ পত্র জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন। তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ফী লাগবে না। এরপর স্ক্যান করা প্রমাণপত্র আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। যে ফটো স্ক্যান করবেন সেই ফটোর ১ কপি নিজের কাছে রেখে দেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

স্কুলে ৮,৪৭৭ ক্লার্ক ও গ্রুপ ডি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় স্কুল সার্ভিস কমিশন রাজ্যের সরকার পোষিত স্কুলে ক্লার্ক ও গ্রুপ–ডি পদে ৮,৪৭৭ জন ছেলেমেয়ে নেওয়ার জন্য ২৯ আগস্ট (Memo No. 1644/CSSC/Estt/2025) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছিল, ওই দুই পদে অনলাইনে দরখাস্ত নেওয়া শুরু হবে ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে। চলবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত।

স্কুল সার্ভিস কমিশন ১৮ অক্টোবর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, গ্রুপ–সি ও গ্রুপ–ডি পদের জন্য ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে অনলাইনে দরখাস্ত নেওয়ার কথা থাকলেও আপাতত অনলাইনে দরখাস্ত নেওয়া হচ্ছে না। কবে থেকে দরখাস্ত নেওয়া হবে ও ওই দুই পদের জন্য বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, শূন্যপদ–সহ বিস্তারিত তথ্যের মূল বিজ্ঞপ্তি কবে বেরোবে তা স্কুল সার্ভিস কমিশন খুব শিগগিরই ওয়েবসাইটে (www.westbengalssc.com) জানিয়ে দেবে। সম্ভবত পুজোর পরই অনলাইনে ফর্ম পূরণ শুরু হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রুপ–ডি পদের জন্য যোগ্যতা দরকার ক্লাস এইট পাশ। বয়স হতে হবে ১–১–২০২৫'এর হিসাবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ৫,৪৮৮টি। ক্লার্ক পদের বেলায় মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। বয়স হতে হবে ১–১–২০২৫'এর হিসাবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ২,৯৮৯টি।

সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

পাত্রী চাই

বীরভূম জেলার ২৮ বছর বয়স বিটেক ইঞ্জিনিয়ার প্রাইভেট সংস্থায় কর্মরত কায়স্থ পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ২৫ বছর ন্যূনতম স্নাতক কায়স্থ পাত্রী চাই কর্মরতা অগ্রগন্য বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান অগ্রগন্য। যোগাযোগ নং– ৯৮৫১১৯৩৮৯৬, ৭৪০৭৬৪৪৭৪২।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

১১ অক্টোবর – ১৭ অক্টোবর, ২০২৫

মেষ রাশি : এই সপ্তাহটি শক্তি এবং উৎসাহে পূর্ণ থাকবে। ব্যয় কিছুটা বাড়তে পারে, তাই সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করুন। সম্পর্কগুলি আরও মধুর হয়ে উঠবে, বিশেষ করে পারিবারিক সহায়তায়। প্রেমের সম্পর্কের উত্থান–পতন হতে পারে, তবে যোগাযোগ সবকিছু সমাধান করবে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি অসাবধান হবেন না।

বৃষ রাশি : এই সপ্তাহটি আপনার জন্য নতুন সুযোগ নিয়ে আসবে। অফিসে আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে, তবে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন। আপনার পরিবারে সুখ থাকবে। আপনার প্রেমের জীবনে, আপনার সঙ্গীর অনুভূতির প্রতি বিবেচনাশীল থাকুন। এই সময়টি শিক্ষার্থীদের জন্যও শুভ হবে। মানসিক শান্তির ধ্যান করুন।

মিথুন রাশি : এই সপ্তাহে কাজ এবং পরিবার উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। অপ্রত্যাশিত ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। স্বাস্থ্যের ওঠানামা হতে পারে, তাই আপনার খাদ্যাভ্যাসের দিকে মনোযোগ দিন। প্রেমের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে।

কর্কট রাশি : সপ্তাহটি আবেগে ভরা থাকবে। আপনি পরিবার এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য সময় ব্যয় করবেন। চাকরি বা ব্যবসায় আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফলাফল দেবে। আপনি আপনার আর্থিক বিষয়ে স্বস্তি বোধ করবেন, তবে বুদ্ধিমানের সাথে বিনিয়োগ করুন। আপনার প্রেমের জীবনে মধুর মুহূর্ত আসবে। ভ্রমণও সম্ভব। আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে, তবে নিয়মিত ব্যায়াম করুন। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।

সিংহ রাশি : এই সপ্তাহে, আপনি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবেন। নতুন কাজ শুরু করার জন্য এটি একটি ভালো সময়। পরিবার এবং আত্মীয়স্বজনের সাথে আপনার সম্পর্ক ভালো থাকবে। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। একজন প্রেমিক সঙ্গী আপনাকে অবাক করে দিতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি ভালো সময়।

কন্যা রাশি : এই সপ্তাহটি আপনার জন্য মিশ্র হবে। কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে, তবে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আপনি সবকিছু পরিচালনা করতে পারবেন। আপনার পরিবারের কাছ থেকে আপনি সমর্থন পাবেন। অর্থের বিষয়ে আপনার উদ্বেগ কমবে। ভ্রমণ সম্ভব। আপনার স্বাস্থ্য, বিশেষ করে পেটের সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। আপনার পরিকল্পনা গোপন রাখুন।

তুলা রাশি : এই সপ্তাহে, আপনার মনোযোগ অগ্রগতি এবং সম্পর্কের উপর থাকবে। চাকরিজীবিদের পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীরা ভালো লাভের মুখ দেখবেন। প্রেমের সম্পর্ক আরও স্থিতিশীল হয়ে উঠবে। বুদ্ধিমানের সাথে অর্থ ব্যয় করুন। আপনার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে অলসতা এড়িয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সপ্তাহটি আপনার জন্য নতুন সুযোগ আনবে। কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতি এবং সম্মান বৃদ্ধি পাবেন। আর্থিক পরিস্থিতি আরও শক্তিশালী হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে। আপনার প্রেম জীবনে প্রেমের প্রসার ঘটবে। স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতন থাকুন। হঠাৎ ভ্রমণ সম্ভব হতে পারে, যা উপকারী প্রমাণিত হবে।

ধনু রাশি : এই সপ্তাহে ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলি সম্পন্ন হবে। ক্যারিয়ার এবং ব্যবসায় লাভবান হবে। আপনি পারিবারিক সহায়তা পাবেন। আপনার আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি হবে, তবে বুদ্ধিমানের সাথে বিনিয়োগ করুন। শিক্ষার্থীদের জন্য, এটি তাদের পড়াশোনায় অগ্রগতির সময়।

মকর রাশি : এই সপ্তাহটি কঠোর পরিশ্রমের সপ্তাহ। আপনাকে অনেক প্রচেষ্টা করতে হবে, তবে ফলাফল ভালো হবে। আর্থিক বিষয়ে কিছু উত্থান–পতন হবে। বাড়ির পরিবেশ ভালো থাকবে। আপনার প্রেমের জীবনে সাবধানতা অবলম্বন করুন; তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে পর্যাপ্ত ঘুম পাওয়া অপরিহার্য। আপনি নতুন বন্ধু তৈরি করতে পারেন।

কুম্ভ রাশি : এই সপ্তাহে, আপনার পরিকল্পনা সফল হবে। আপনার চাকরি এবং ব্যবসা উভয়ই লাভজনক হবে। পারিবারিক সুখ বিরাজ করবে। সম্পর্কগুলি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ থাকবে। আর্থিক সুস্থতা ভালো থাকবে, তবে সঞ্চয় করতে ভুলবেন না। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি ভালো সময়।

মীন রাশি : এই সপ্তাহটি আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচকতায় ভরপুর থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি অগ্রগতি করবেন এবং নতুন সুযোগ পাবেন। আর্থিক বিষয়গুলি স্বস্তির কারণ হবে। আপনার প্রেমের জীবনে আপনি আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে সহায়তা পাবেন। আপনার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে যোগব্যায়াম এবং ধ্যান উপকারী হবে। নতুন প্রকল্প শুরু করার জন্য এটি সঠিক সময়।

শব্দবার্তা ৩৬৩

১			২	■	৩		৪
	■	■		■		■	
	■	■	৫				
৬		৭	■	■		■	■
■	■		■	■	৮		৯
১০				১১	■	■	
	■		■		■	■	
১২			■	১৩			

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। কুলনারী ৩। চাষ, কৃষি ৫। বিস্ময়কর ৬। ভাগ্য পরীক্ষার খেলা ৮। পুত্র ১০ দীর্ঘ ও আয়ত ১২। নগর ১৩। হাতের লেখা ভালো নয় এমন

উপর–নীচ

১। প্রাচীনকাল ২। বাতিল, রদ ৩। আলোকিত করা ৪। প্রথা, রীতি ৭। বন্দুকবিশেষ ৯। অতি সহজ ব্যাপার ১০। স্পর্শ ১১। পদ্ম, কমল

সমাধান : ৩৬২

পাশাপাশি : ২। মহাসপ্তমী ৪। দরকার ৫। রমেশ ৭। নভৌকা ৯। আবদার ১০। খবরদার

উপর–নীচ : ১। আবদমন ২। মন্দির ৩। সরকার ৬। শকরকন্দ ৮। কারবার ৯। আদর

সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও দার্জিলিংয়ে নিখোঁজ যাদবপুরের হিমাদ্রি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দার্জিলিংয়ের ঘুরতে গিয়ে ধসের কবলে পড়লো দক্ষিণ ২৪ পরগনার পারুলিয়া কোস্টাল থানার দক্ষিণ কামারপোলের বাসিন্দা হিমাদ্রি পুরকাইত(২৫)। দার্জিলিংয়ের সোনাদায় রাতে ধসে ক্ষতিগ্রস্থ হোম স্টে থেকে নিখোঁজ সে। ছেলের সাথে যোগাযোগ করতে না পেরে উদ্বিগ্ন পরিবারের লোকজন। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, হিমাদ্রি পুরকাইতের ভ্রমনের নেশা ছিলো। গত সেপ্টেম্বর মাসে দার্জিলিংয়ের সোনাদায় একটি হোমস্টেতে কাজে যায় হিমাদ্রি পুরকাইত। শনিবার রাত ১০টায় শেষ কথা হয়। সে জানায়,

প্রতি ভালবাসা ছিল হিমাদ্রির। এর আগেও প্রকৃতির টানে একাধিকবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে গেছে হিমাদ্রি। পাহাড়ে ট্রেক করতে ভালোবাসতো সে। এবারেও প্রকৃতির টানেই ছুটে গিয়েছিল দার্জিলিঙে,

বৃষ্টি হচ্ছে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে বাড়ির লোকজন তাকে সাবধানে থাকতেও বলেন কিন্তু তারপর থেকে আর যোগাযোগ করা যায়নি হিমাদ্রির সাথে।

তার বাড়িতে প্রতিনিধি দল পাঠালেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা দলীয় পর্যবেক্ষক শামীম আহমেদ দক্ষিণ কামারপোলে নিখোঁজ যুবকের বাড়িতে যান। পরিবারের সাথে কথা বলে নিখোঁজ হিমাদ্রি পুরকাইতকে দ্রুত উদ্ধারের আশ্বাস দেন।

জানা যায়, নিখোঁজ হিমাদ্রি পুরকাইত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল। ছোট থেকেই প্রকৃতির কাজের পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের সোনাদায় প্রকৃতির অনাদিন সৌন্দর্য উপভোগ করছিল হিমাদ্রি। হোমস্টে তে থাকার ব্যবস্থা থাকলেও নিজেই টেন্ট নিয়ে থাকতো। বন্ধুদের সেই ছবিও পাঠিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই শনিবার রাতের সেই ভয়াবহতা পর থেকেই আর খোঁজ মিলছে না তার। হিমাদ্রির পরিবার সূত্রে জানা যায়, এখনো পর্যন্ত স্থানীয় প্রশাসনের সাথে তারা যোগাযোগ করে জানতে পেরেছে হিমাদ্রি টেন্ট তার একটি জামার সন্ধান মিললেও তার কোন খোঁজ মেলেনি। প্রায় সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও পরিবারের ছোট ছেলের কোন খোঁজ না মেলায় উদ্বিগ্ন পুরকাইত পরিবার।

কুলপিতে জাতীয় সড়কের ওপর বিক্ষোভ বিজেপির

উত্তম কর্মকার, কুলপি : উত্তরবঙ্গে বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী দিতে গিয়ে শাসকদলের দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হতে হয় সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকে। শাসক দলের হার্মাদ বাহিনীর যে নির্মম

অত্যাচার তার প্রতিবাদে এদিন কুলপি বিধানসভার চৌরাস্তার মোড়ে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপরে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা একটি ধিক্কার পথ মিছিল করেন। পাশাপাশি বেশ কিছুক্ষণ পথ অবরোধ ও রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা। নেতৃত্বে দেন কুলপি বিধানসভার বেলপুকুর অঞ্চলের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা তাপস কুমার প্রামাণিক, পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বাপ্পা সরকার, সুকেশ চন্দ্র হালদার, রেবেকা মোল্লা, অজিত মণ্ডল, জাহিরুল মোল্লা, প্রকাশ সমাদ্দার থেকে শুরু করে একাধিক ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী সমর্থকরা। এদিনের এই বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে তাপস কুমার প্রামাণিক জানায় রাজ্যের শাসক দল গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চায় বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করতে চায়। একটা বন্যা দুর্গত এলাকায় আমাদের বিধায়ক সংসদরা মানুষের ত্রাণ দিতে গিয়ে যেভাবে আক্রান্ত হলেন শাসক দলের দুষ্কৃতীদের দ্বারা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। না হলে আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবো আমরা।

ইরাকে আটকে পড়া শ্রমিকদের বাড়ি ফেরাতে উদ্যোগ

অরিজিৎ মণ্ডল, কাকদ্বীপ : পেটের টানে দুই বছর আগে ইরাকে পাড়ি দিয়েছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ মহাকুমা থেকে ১১ জন পরিযায়ী শ্রমিক। ২ বছর চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকেই শুরু হয় তাদের দুর্দশা। অভিযোগ, ইরাকের কারখানার মালিকপক্ষ শ্রমিকদের আটকে রাখে, মজুরি বন্ধ করে দেয় এবং মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন চালায়। ৮ মাস ধরে পরিবারের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। সম্প্রতি একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। ভিডিওতে শ্রমিকরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী–এর কাছে নিরাপদে দেশে ফেরার আর্জি জানান। বিষয়টিতে দ্রুত হস্তক্ষেপ করে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী–এর নির্দেশে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার শ্রমিকদের পরিবারের পাশে দাঁড়ান এবং তাঁদের দেশে ফেরানোর জন্য সর্বাত্মক পদক্ষেপ শুরু হয়।

এরই মধ্যে শ্রমিকদের মধ্যে মফিজুল মণ্ডল দেশে ফিরে এসেছেন। বাকি শ্রমিকরা সেখ আমিনুদ্দিন, শেখ মুকেলেসু, সূর্যদেব, সাধন বিশ্বাস সহ মোট ১১ জন ধীরে ধীরে দেশে ফেরার প্রক্রিয়ায় রয়েছেন।বৃহস্পতিবার সাংসদ বাপি হালদার নিজের সাংসদ কার্যালয়ে শ্রমিকদের পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন। তিনি জানান, যত দ্রুত সম্ভব সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিককে দেশে ফেরানোর জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

পরিবারগুলির আবেগঘন প্রতিক্রিয়া– 'তৃণমূল আমাদের এই দুঃসময়ে পাশে দাঁড়িয়েছে, এখন শুধু চাই আমাদের প্রিয়জনরা নিরাপদে বাড়ি ফিরুক।' স্থানীয় বাসিন্দারাও জানিয়েছেন, এই সংকটের সময়ে তৃণমূল নেতৃত্বই তাঁদের ভরসার জায়গা হয়ে উঠেছে।

বারাসত স্টেশনে টিকিট কাউন্টারের পথ আটকে টোটো–ভ্যান, যাত্রীরা দুর্ভোগে

কল্যাণ রায়চৌধুরি : উত্তর ২৪ পরগণার জেলা শহর বারাসত। শহর হিসেবে দেখলে মোট ৩টি রেল স্টেশন। একটি শহরের দক্ষিণ প্রান্তে বারাসত। অপরটি শিয়ালদহের দিকে হৃদয়পুর স্টেশন। অন্যটি বসিরহাট টাকি লাইনে কাজীপাড়া স্টেশন। এছাড়া শহরের কোল ঘেঁষে বনগাঁ অভিমুখে বামনগাছি স্টেশন। এই ৪টি স্টেশনই কার্যত বারাসত শহর লাগোয়া। কিন্তু বারাসত স্টেশনই মূল স্টেশন এবং জংশন স্টেশন সহ মডেল স্টেশনও বটে। প্রতিদিন এখানে হাজার হাজার মানুষের আনাগোনা। এই স্টেশনে রয়েছে ২টি টিকিট কাউন্টার। অন্যটি ৫ নম্বর প্লাটফর্ম সংলগ্ন। শতকরা হিসেবে প্রায় ৬০ শতাংশ যাত্রীর আনাগোনা ১ নম্বর প্লাটফর্মের দিকে আর প্রায় ৪০ শতাংশ যাত্রীর আনাগোনা ৫ নম্বর প্লাটফর্মের দিকে। এর মধ্যে যেমন অফিসযাত্রী আছেন, তেমনই রয়েছে অন্যান্য নিত্য ও সাধারণ যাত্রীসহ স্কুল–কলেজের ছাত্রছাত্রী। এই সকল যাত্রীরা আজকাল যাতায়াতে ব্যাপক দুর্ভোগের শিকার। বিশেষ করে ৫ নম্বর প্লাটফর্মের টিকিট কাউন্টার ব্যবহারকারীরা তুলনামূলক সমস্যায় পড়ছেন বেশি।

কারণ টিকিট কাউন্টারের বাইরের দিকের রাস্তাটি একেবারে অপ্রশস্ত না হলেও অবৈধ দখলদারদের কারণে ফুটপাত সহ রাস্তার একাংশ হারিয়ে গিয়েছে আগেই। এরপর চাহিদার কারণে টোটো রিক্সার বাড়বাড়ন্ত এখন আকাশ ছোঁয়া। ফলে এই দুইয়ের সাঁড়াশি আক্রমণে যানজট এখন নিত্যসঙ্গী। বিশেষ করে স্টেশন সংলগ্ন রাস্তাগুলিতে টোটো–ভ্যান–রিক্সার দাপট সবচেয়ে বেশি। আর বারাসত জেলা সদর হওয়ার কারণে এখানে স্কুল–কলেজের সংখ্যা যেমন বেশি, তেমনই রয়েছে জেলা হাসপাতাল, জেলা আদালত সহ বিভিন্ন সরকারি সদর দপ্তর।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক নিত্যযাত্রী বলেন, 'নিরুপায় হয়ে সব সহ্য করেই যাতায়াত করতে হয়। প্রতিবাদ করতে গেলে হেনস্থার শিকার হতে হবে। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা রেলের তরফ থেকে বলা হলেও কার্যত তার বাস্তবতা চোখে পড়েনা। আরপিএফ, রেল পুলিশ, রেল কতৃপক্ষ সবাই এ প্রসঙ্গে এক প্রকার নীরব।' এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্টেশন কর্তৃপক্ষ বলেন, আমরা প্রতিনিয়ত যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে খেয়াল রাখি। কিন্তু টোটো–ভ্যানের বিষয়টা তো আমাদের এক্তিয়ারে নেই।' কিন্তু টিকিট কাউন্টারের সিঁড়ির মুখে যাতায়াতের পথ আটকে দাঁড়ানোয় যাত্রীদের যে অসুবিধার মুখে পড়তে হয়, বারাসত স্টেশন কর্তৃপক্ষ ও রেল পুলিশ এব্যাপারে নজরদারি করুক, এমনটাই দাবি সংশ্লিষ্ট যাত্রীদের।

অবৈধ বালি ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

অভীক মিত্র : বীরভূমের বালি ব্যবসায়ী মঞ্জুর মির্ধাকে ৬ অক্টোবর মহম্মদবাজার এলাকার ময়ূরাক্ষী নদীর চড়ে অবৈধভাবে বালি চোরাচালানের অভিযোগ কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার করে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ। বর্ষাকালে নদীতে বালি তোলার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে প্রশাসন কিন্তু মঞ্জুর মির্ধা প্রশাসনিক প্রভাব খাটিয়ে মহম্মদবাজার এলাকা থেকে বালি তুলছিল বলে অভিযোগ। এর আগেও চুক্তিভঙ্গ করে এক বালি ব্যবসায়ীর এলাকা থেকে অবৈধ বালি তুলছিল বলে তার বিরুদ্ধে বালি ব্যবসায়ীরা আগেও অভিযোগ করেছিল। পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলা জুড়ে অভিযান চালানো হয়। জেলাশাসক বিধান রায় মহম্মদবাজারে নদীর পাড়ে অভিযান চালিয়ে গতমাসে একাধিক যন্ত্রপাতি ও গাড়ি আটক করেছিল। নানুরেও অভিযান চালিয়েছিল জেলাশাসক। শাসক দলের ঘনিষ্ঠ বোলপুরের এই বালি ব্যবসায়ী অবৈধভাবে মহম্মদবাজার এলাকা থেকে বালি তুলছিল। পুলিশ আগেই সেই ঘাট থেকে যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত করে। সরকারি আইনজীবী অনিন্দ্য সিংহ বলেন, মহম্মদবাজার থানার পুলিশ ৩৬০/২০২৫ নম্বর মামলায় মঞ্জুর মির্ধাকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে বালি চুরি ও পাচারের অভিযোগ আছে। তার বিরুদ্ধে ৩০৩(২)/ ৩১৭(৪)–(৫) ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ৭ অক্টোবর সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

দুর্ঘটনায় জখম ৮

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৯ অক্টোবর চিনপাইয়ে কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বোন শর্মিষ্ঠা ঘোষের গাড়ি সঙ্গে অন্য একটি গাড়ির সংঘর্ষে ৮ জন জখম হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে তাদের সিউড়ী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। ৪ জনকে কলকাতা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আহতদের দেখতে যান সিউড়ি বিধানসভার বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী।

ভিক্ষুকের বেশে ধরা পড়লো মহিলা চোর

বিশ্বজিৎ বালা, উত্তর ২৪ পরগনা : ৯ অক্টোবর সকালে হুলস্থূল কাণ্ড বাঁধল অশোকনগর কল্যাণগড় পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বাড়িতে। সেখানে চুরি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পরলো এক মহিলা চোর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে অশোকনগর থানার পুলিশ এবং অভিযুক্ত মহিলাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের পরে জানতে পারা যায়, অভিযুক্ত এই মহিলারা নাম অঞ্জলী বেদ। বয়স ৩৫ বছর। বাড়ি পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের কুণ্ডলপাড়ায়। তবে এই অঞ্জলী বেদ বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে শিয়ালদা ১২ নম্বর গেট এলাকায় ভাড়া থাকেন। এদিনও সাত সকালে শিয়ালদা থেকে ট্রেন ধরে অশোকনগরে নেমে ভিক্ষুকের বেশে কয়েকটি বাড়িতে সাহায্য চাওয়ার নাম করে ঢুকে পড়ে। বাড়ির লোক কিছু বুঝে ওঠার আগেই কারও বাড়ি থেকে মোবাইল কারও বাড়ি থেকে মানিব্যাগ, নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দিতে থাকে। এমনই একটি বাড়িতে অর্পিতা চট্টোপাধ্যায় নামে এক গৃহবধূর বাড়িতে হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় অভিযুক্ত। এরপর পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে এই মহিলাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পরে মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পদ্মার ভাঙনে সর্বস্বান্ত দুটি গ্রাম

প্রশান্ত সরকার : মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা ব্লকের তারানগর ও রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামের মানুষের জীবন আজ পদ্মার ভাঙনে বিপর্যস্ত। গত ১৫ জুলাই ২০২৫ থেকে পদ্মা নদীর রোষে পড়েছে এই দুটি গ্রাম। নদীর ভয়াবহ ভাঙনে মুহূর্তে গৃহহীন হয়ে পড়েছে বহু পরিবার। ইতিমধ্যে প্রায় ২২০টি পরিবার সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। ভাঙনের ফলে গ্রামের মধ্য দিয়ে যাওয়া একমাত্র সংযোগ সড়কটি নদীগর্ভে তলিয়ে

যাওয়ায় গ্রামের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। গ্রামবাসীরা বর্তমানে আশ্রয় নিয়েছে তারানগর প্রাইমারি স্কুল ও রাধাকৃষ্ণপুর প্রাইমারি স্কুলে। ঘরবাড়ি, জমিজমা, জীবিকা—সব হারিয়ে তারা এখন অস্থায়ী ত্রাণ শিবিরে কাটাচ্ছেন দিনরাত। স্থানীয়দের বক্তব্য, গত কয়েক মাসে নদীর ভাঙন প্রায় ২ কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এ পর্যন্ত অন্তত ৫০০ বিঘা জমি পদ্মার বুকে তলিয়ে গেছে। নদীর গর্ভে হারিয়ে গেছে ফসলের জমি, গবাদি পশু, এমনকি বহু মানুষের স্বপ্নও। বর্তমানে ত্রাণ ও পুনর্বাসনই তাঁদের একমাত্র ভরসা। এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও কিছু মানুষ মানবতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। গ্রামের এক যুবতী লোনা লুসি নিজে উদ্যোগ নিয়ে ত্রাণ শিবিরে থাকা শিশুদের পড়াশোনা শেখাচ্ছেন, যাতে বিপর্যয়ের মাঝেও তারা পড়াশোনা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়। ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে বসবাস করছেন এই অস্থায়ী শিবিরগুলোতে, ভাগ করে নিচ্ছে খাবার ও পানীয় জল। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা এখন পানীয় জল, স্বাস্থ্যবিধি ও খাদ্যসামগ্রী ঘাটতি। দীর্ঘ সময় ধরে আশ্রয় শিবিরে অবস্থান করায় শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে অসুস্থতা বাড়ছে। স্থানীয় প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির কাছে গ্রামের মানুষের দাবি তাদের দ্রুত স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক, যাতে তারা আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারে।

নদী বাঁধে ধস, জলমগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা

সুভাষ চন্দ্র দাশ, গোসাবা : ৮ অক্টোবর সকালে সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের আমতলি পঞ্চায়েতের হরিতাল নদীবাঁধ ভেঙে লবণাক্ত জল ঢুকে প্লাবিত হল এলাকা। একদিকে সামনেই আবার কালিপুজোর অমাবস্যার ভরা কোটাল রয়েছে অন্যদিকে নিম্নচাপের ভ্রুকুটির জেরে চলছে প্রবল বর্ষণ সবমিলিয়ে চরম আতঙ্কে রয়েছে এলাকার মানুষজন। এমন দুর্যোগপূর্ণ সময়ে সুন্দরবনের নদীবাঁধে ধস নামে বুধবার সকালে। এর ফলে লবণাক্ত জল হু হু করে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে চাষের জমি ও পুকুরে। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন এলাকার অসংখ্য ধান ও মাছ চাষীরা। প্লাবিত হয়েছে এলাকা। অনেক বাড়িঘর জলমগ্ন হয়েছে। ঘটনার পর সকাল থেকেই ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে নদীবাঁধ মেরামতির জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নদীতে জোয়ার থাকায়

তা সম্ভব হচ্ছে না। নদীতে ভাটা শুরু হলে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নদীবাঁধ মেরামতির কাজে হাত লাগানো হবে বলে জানা গিয়েছে সেচ দপ্তর সূত্রে। পাশাপাশি পুকুরের মাছও নষ্ট হয়েছে, প্লাবিত হয়েছে বাড়িঘর।

ক্যানিং মহকুমা সেচ দপ্তরের এসডিও শুভজিত দালাল জানিয়েছেন, 'সুন্দরবনের হরিতাল নদীবাঁধে ধস নামে বুধবার সকালে। প্রায় ৬০ মিটার ধস নেমে নদীর লবণাক্ত জল গ্রাম ও চাষের জমিতে ঢুকে প্লাবিত হয়েছে। নদীবাঁধ মেরামতের জন্য যুদ্ধকালিন তৎপরতায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে নদীতে জোয়ার থাকায় সম্ভব হচ্ছে না। ভাটা শুরু হলে যুদ্ধকালিন তৎপরতায় নদীবাঁধ মেরামতির কাজ শুরু হবে।'

পর্যটকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : পর্যটকদের বেড়ানোর নিরাপত্তা ঠিক রাখতে এবার সুন্দরবনে ফিটনেস সার্টিফিকেট ছাড়া এনওসি পাবেই না কোনও বোট। যে সমস্ত বোট পর্যটকদের নিয়ে সুন্দরবনের জলপথে ঘুরে বেড়ায় তাদের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) পাওয়ার ক্ষেত্রে এবার কড়াকড়ি করলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ। তারা জানিয়ে দিয়েছে, ফিটনেস সার্টিফিকেট (সিএফ) না থাকলে সংশ্লিষ্ট বোটকে এনওসি দেওয়া হবে না। অর্থাৎ স্বাস্থ্য পরীক্ষায় পাশ না করলে মিলবে না এনওসি। এতদিন সিএফের আগেই নো অবজেকশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হত। বোটের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য জেলা পরিষদ ইতিমধ্যেই একটি এজেন্সিকে দায়িত্ব দেওয়ার কথা ভেবেছে। ওই সার্টিফিকেট দেখিয়ে বোট মালিক এনওসির জন্য জেলা পরিষদে আবেদন করতে পারবেন। তারপর

ওই নথি নিয়ে বোট লাইসেন্সের জন্য সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভে আবেদন করতে হবে। কেউ যদি সিএফ না পান, তাহলে এনওসি তো দুরস্ত, লাইসেন্সের জন্য আবেদনও করতে পারবেন না। জানা গিয়েছে, এনওসি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে নভেম্বর মাসে। তার আগে টেন্ডার ডেকে একটি এজেন্সিকে কাজের দায়িত্ব দেবে জেলা পরিষদ। যে সব এজেন্সি বোট পরীক্ষার কাজের সঙ্গে যুক্ত বা আগে এই ধরনের সরকারি কাজ করেছে, তেমন কোনও সংস্থাকে এ বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অক্টোবরের মধ্যে মালিকদের বোট পরীক্ষা করাতে বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বোটের ইঞ্জিন কেমন, পরিকাঠামো ঠিক আছে কি না, আয়তন কতটা ইত্যাদি যাচাই করবে ওই সংস্থা। কোথাও কোনও খামতি থাকলে আটকে যেতে পারে এই ফিটনেস সার্টিফিকেট। সুন্দরবন ভ্রমণে আসা পর্যটকদের একাংশই বোট নিয়ে বেশ কিছু অভিযোগ তুলেছিল। পাশাপাশি সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের পক্ষ থেকেও এনওসি দেওয়া নিয়ে কড়াকড়ি করার কথা বলা হয়েছে। তার প্রেক্ষিতেই জেলা পরিষদ পদ্ধতিতে বদল আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল বলেন, 'পর্যটকদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই এবার থেকে লাইসেন্স দেওয়ার নিয়মের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করা হচ্ছে। যেহেতু এই বোটে সারা বছর হাজার হাজার পর্যটক সুন্দরবন ভ্রমণ করেন, তাই এই জলযানের পরিকাঠামো ঠিক রাখা বাঞ্ছনীয়। আর সেই কারণে সব দিক বিবেচনা করেই তবেই তাদের জলযানকে নদী পথে নামার অনুমতি দেবে সরকার।'

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ৫৮ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৯ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

মাঙ্গলিক এর আবির্ভাব

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

গত ২১শে সেপ্টেম্বর ৭৫ নিখিলবঙ্গ কল্যান সমিতির উদ্যোগে মাঙ্গলিক নামে নতুন একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হল। এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যক্রম সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন সমিতির সম্পাদক শ্রীতরুণ গুহ। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন 'মাঙ্গলিক' আলিপুর বার্তার মত নিরপেক্ষ এবং বলিষ্ঠ দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে লোক শিক্ষার ব্রতী হবে। মানুষের কল্যাণ করাই হবে এর মূল লক্ষ্য। শ্রী গুহের এই বক্তব্যকে সমর্থন করে বহু সদস্য সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। এই প্রতিষ্ঠানের কাজকে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়ার নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়।

সভাপতি–শ্রী সত্যেশ্বর মুখার্জ্জি
আহ্বায়ক–শ্রী অরুণ ব্যানার্জ্জি
সভ্য – ,, কুমার বিশ্বরূপ
,, – ,, বিন্দু মাধব মুখার্জ্জি
,, – ,, অরুন ঠাকুর
,, – ,, হিরন্ময় সরকার
,, – ,, শুভ্রাংশু সিংহ
,, – ,, অলক মিত্র
,, – ,, সন্তোষ পালিত
,, – ,, স্বপন মুখার্জ্জি
,, – ,, পাঁচকড়ি সর্ব্বাধিকারী
,, – ,, হৃষিকেশ পাল।

এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়, আলিপুর বার্তার সম্পাদক, শ্রীবিরূপাক্ষ চট্টোপাধ্যায়।

নব গঠিত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠির শুভ কামনা করে বক্তব্য রাখেন। শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ করেন সাহিত্যিক ভবানী মুখোপাধ্যায়।

৯ম বর্ষ, ০৪ অক্টোবর ১৯৭৫, শনিবার, ৪২ সংখ্যা

বন্ধ কাজ শুরুর দাবিতে সংসদের কাছে দাবিপত্র পেশ

তপন চক্রবর্তী, কালিয়াগঞ্জ : মহাঅষ্টমীর দিন রাত্রে কালিয়াগঞ্জ–বুনিয়াদপুর রেল রূপায়ণ ও উন্নয়ন কমিটির সদস্যরা রায়গঞ্জের সাংসদের কালিয়াগঞ্জের বাড়িতে গিয়ে ৬ দফা দাবিপত্র পেশ করেন। রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক চন্দ্র পালের কাছে ছয় দফা দাবি জানান কালিয়াগঞ্জ বুনিয়াদপুর রেল উন্নয়ন ও রূপায়ণ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক প্রসূন দাস। তিনি বলেন, অবিলম্বে কালিয়াগঞ্জ বুনীয়াদপুর রেল পথের বন্ধ থাকা কাজ শুরু করতে হবে, রাধিকপুর থেকে দিল্লি গামী এক্সপ্রেস ট্রেনের এক দিনের পরিবর্তে পূর্বের মত ৬ দিন করতে হবে, কলকাতা রাধিকাপুর এক্সপ্রেস ট্রেনে ব্যান্ডেলে স্টপেজ দিতে হবে এবং রাধিকাপুর ব্যাঙ্গালোর একটি দক্ষিণ ভারতে যাবার জন্য ট্রেন দিতে হবে। রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক পাল বলেন, আপনারা শুনে আনন্দিত হবেন খুব শীঘ্রই রাধিকাপুর–বারসই ডাবল লাইনের কাজ শুরু হবে। এই ডাবল লাইনের কাজ শেষ হলে রাধিকাপুর থেকে অনেক ট্রেন যাতায়াত করবে আগামীদিনে। কালিয়াগঞ্জ–বুনিয়াদপুর রেল প্রকল্পের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে বলে তিনি জানান। রাধিকাপুরে দুটি রেল লাইন বসানোর কাজ শুরু হয়ে হয়েছে। এই দুটি রেল লাইনের কাজ শেষ হলেই দুরপল্লার ট্রেন রাধিকাপুর থেকে যেতে কোন অসুবিধা থাকবেনা। সাপ্তাহিক যে ট্রেনটি সপ্তাহে ১দিন দিল্লি যাচ্ছে রাধিকাপুরে ট্রেনের কাজ শেষ হলেই দিল্লির ট্রেনটি সপ্তাহে অতিরিক্ত আরো ২দিন চালানো যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন। রেল রূপায়ণ ও উন্নয়ন কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ড: কাঞ্চন দে, ভানু প্রতাপ শর্মা, অরুন দত্ত এবং ভবেশ ভট্টাচার্য্য।

বাড়লো মাছরাঙার সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : এবার সুন্দরবনে বাড়লো মাছরাঙার সংখ্যা। জানুয়ারি মাসে যে পাখিশুমারি হয়েছিল, ২ অক্টোবর তার বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করেছে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ। তাতে বলা হয়েছে, গত তিন বছরে ৭টির মধ্যে ৫টি প্রজাতির মাছরাঙাকে অনেক বেশি সংখ্যায় দেখা গিয়েছে। তার থেকেই অনুমান করা যায়, সুন্দরবনে মাছরাঙার সংখ্যা বেড়েছে। ম্যানগ্রোভ জঙ্গল, নদী, খাঁড়ি এলাকায় খালি চোখে তাদের দেখা যাচ্ছে ভালো সংখ্যায়। তবে ২টি প্রজাতির মাছরাঙা তুলনামূলক কম দেখা গিয়েছে। টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষের যুক্তি, পাখিপ্রেমী ও টাইগার রিজার্ভের আধিকারিকরা ঘুরে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, সেই হিসেবই রেকর্ড হয়েছে। এমন হতেই পারে যে এর বাইরে বহু মাছরাঙা চোখে পড়েনি। এদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে বা অল্প সংখ্যায় রয়েছে কি না, তা নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে আরও কয়েক বছর ডেটা সংগ্রহ করতে হবে। তাতে যদি দেখা যায়, সংখ্যা একই আছে, তখন এনিয়ে আরও নিবিড় গবেষণার প্রয়োজন আছে। দেশে ১২টি প্রজাতির কিংফিশার রয়েছে। তার মধ্যে শুধু সুন্দরবনেই দেখা যায় ৭ ধরনের মাছরাঙা। এবার জানুয়ারি মাসে তিনদিন ধরে যে পাখি শুমারি হয়েছে, তাতে সব থেকে বেশি দেখা গিয়েছে ব্ল্যাক ক্যাপড কিংফিশার। রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২৩ সালে এই প্রজাতির ৩৬টি মাছরাঙা দেখা গিয়ে ছিল। পরের বছর বেড়ে হয় ৪৫। সেই জায়গায় ২০২৫ সালে ২০৭ টি ব্ল্যাক ক্যাপড কিংফিশার দেখা গিয়েছে। পাশাপাশি ৭৫টি কলার্ড কিংফিশার দেখেছেন। শুমারি করতে আসা পাখিপ্রেমী ও আধিকারিকরা। গতবার ১১টি দেখা গিয়েছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই মাছরাঙা নজরে এসেছে তাদের শিকার করার মুহূর্তে। তবে মাত্র একটি স্টর্ক বিল্ড কিংফিশার দেখা গিয়েছে গোটা সুন্দরবনে। এছাড়াও কম দেখা গিয়েছে ব্রাউন উইংগড কিংফিশারও। পাখিদের সংরক্ষণ বা তাদের উপর নজরদারি বাড়ানো দরকার জরুরি বলে মনে করছেন টাইগার রিজার্ভের কর্তারা। তাই 'পাখিমিত্র' নিযুক্ত করার জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। মূলত পাখিদের বাসস্থানের এলাকাগুলিতে নজর রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে তাঁদের। কীভাবে এই পাখিদের সুরক্ষিত রাখা যায়, সেটাই হবে 'পাখিমিত্র'দের মূল কাজ। পাখি প্রেমীরা বন দপ্তরের এই উদ্যোগে খুশি।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ১১ অক্টোবর – ১৭ অক্টোবর, ২০২৫

পুজো কোনো কুসংস্কার নয়

অনেক স্বঘোষিত নাস্তিক যুক্তিবাদীদের দেখা যায় পাথর ব্রোঞ্জ কিংবা ফাইবারের মূর্তিতে ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে। নাস্তিক রাজনৈতিক দলগুলির পার্টি অফিসে অনেকেরই ছবি টাঙ্গানো থাকে। দিনক্ষণ দেখে মালা দেওয়া হয়। পূর্বপুরুষ দের ছবি যা সাধারনত কাগজ আর কালির ছাপ ছাড়া কিছু নয় তা প্রায় প্রতি ঘরেই থাকে। বেশিরভাগ ধর্মেই গুরু পূজা এবং ধর্ম স্থান নির্মাণ হয়, উপাস্য দেবদেবীও থাকেন সেখানে। তিথি মেনে লক্ষীপূজা, দুর্গাপূজা, কালীপূজা বারোয়ারি থেকে গৃহস্থরা করে থাকেন। আসলে কেউই ভুল নন কিংবা কাউকে নির্বোধ ভাবার কারণ নেই। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনার মতই এক সত্য থেকে আরেক সত্যে তারা পৌঁছতে চান। যে পূজনীয় পিতা মাতা এককালে তাদের কাছে সত্য ছিলেন, তাঁদের ছবিতে ধুপ ধুনো দেওয়া পূজার–ই নামান্তর। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতেই পারে ক্ষেত্রীর মহারাজের সঙ্গে বিবেকানন্দের সেদিনের সেই সব কথাগুলি।

দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা ইত্যাদি গুলি আসলে তো প্রকৃতির পূজা এবং প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্যই এমন পদ্ধতি। বর্তমান কালে আরও প্রসারিত হয়েছে এর তাৎপর্য। পুজোকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র আর্থিক বন্টন সমাজের বিভিন্ন স্তরে পৌঁছেছে তাই নয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তাও নীরবে গ্রাম বাংলায় ছড়িয়ে যায়। পুরোহিত মশাই অবশ্যই নিয়মনিষ্ঠভাবে পৌরোহিত্য করেন। ঢাকীদের টিমকেও নিয়ম–নিষ্ঠ থাকতে হয়। ঠাকুরের সাজ সজ্জা থেকে প্যান্ডেল বহু ক্ষেত্রে কোন জাতপাত সম্প্রদায় বিচার্য হয় না। যুক্তিবাদী নাস্তিকরা এসব ভাবেন না, কিংবা ভাবাবার চেষ্টা করেন না। যদিও দলীয় মার্কেট ধরতে কিংবা নাস্তিক্যবাদ প্রচার এবং প্রসার ঘটাতে পূজা প্যান্ডেলে দেবদেবীকে নমস্কার না করলেও পাশেই বইপত্রের প্যান্ডেলে থাকেন। গীতার বিখ্যাত উক্তি–শ্রদ্ধাবান লভ্যতে জ্ঞানম্ –সেই শ্রদ্ধা জাগাতেই সূর্য পূজো, বৃক্ষ পুজো, নদী পুজো যা মানুষের হিতার্থেই চলে আসছে। সূর্য সমস্ত কিছু শক্তির উৎস। এ সত্যকে স্বীকৃতি দিতেই যে কোন পূজায় সূর্য অর্ঘ্য অবশ্যই দিতে হয়। গাছপালা, নদী সংরক্ষণ মানব সভ্যতার জন্য অপরিহার্য। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সংরক্ষণ ভাবনা জাগাতেই সেই সব মুনি ঋষিরা হোম যজ্ঞের পদ্ধতি লিখেছিলেন। যেখানে গ্রাম্য দেবদেবীর পাশাপাশি দেশ মাতৃকার প্রতিও শ্রদ্ধা জানানো হয়। আর্য ভট্ট, ভাস্করাচার্যের মত সাধুসন্ত ঋষিরা যে শূন্য ও দশমিকের ভাবনা ভেবেছিলেন তা কিন্তু বর্তমান এআইয়ের আমলেও ঐতিহ্য বিরোধী বলে পরিত্যাজ্য হয়নি। বরং আজ অপরিহার্য। নিরাকার ঈশ্বর আরাধনা করা শক্ত, সবার ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তাইতো আকারে নানা শক্তি ও দেবদেবীর পূজা করা হয়। দুর্গাপুজোর পদ্ধতিটি বিশেষ করে অষ্টমী ও নবমীর বিষয়টি বৌদ্ধিক চর্চার মহলে আসেনি আজও।

মানসিক চাপ কমাতে কিংবা একাগ্রতা বৃদ্ধিতে ধ্যান জপ পূজার গুরুত্ব আজ স্বীকৃত। এক্ষেত্রে কোন ধর্মের সাথে কোন ধর্মের বিরোধ নেই। বিরোধ শুধু অজ্ঞানতার জন্য। রবি ঠাকুর, বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র কেউই কম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে চলতেন না। তাদের সমর্পণ ছিল অত্যন্ত বাস্তববাদী। সাম্প্রতিক অতীতে আমরা দেখেছি অনুশাসনহীন, উদ্ধত ও আত্মগর্বিত অনেক প্রতিভা বিশ্ববন্দিত হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষের মনে স্থান পাননি।

অবশ্যই উল্লেখযোগ্য, পূজা মানে শুধুই আচার অনুষ্ঠান নয়, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য মানুষের চিন্তা চেতনাকে উন্নত স্তরে পৌঁছে দেয় যা তথাকথিত ক্রিটিকাল থিংকার'রা থিংক করার অবকাশ পান না।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

এই অনন্ত জগৎপুঞ্জের মধ্যে নিশ্চল নির্বিকার একই ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত থাকেন। সাক্ষী ব্রহ্ম সমস্ত জগৎ প্রকাশ ক"রে নিজেরই ব্রহ্মত্ব দর্শন ক"রছেন। এই জন্যই ব্রহ্ম এবং সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই। বীজ যেমন বৃক্ষ সৃষ্টি ক"রে সেই বৃক্ষ হতেই বীজরূপ ফিরে পায়, তেমনই ব্রহ্ম হতে মন সৃষ্টি হয়ে জ্ঞানশক্তির প্রভাবে আবার ব্রহ্মত্বেই স্বস্থ হন। বীজ বৃক্ষে পরিণত হতে নিজ বীজভাব ত্যাগ করে, কিন্তু ব্রহ্ম ব্রহ্মত্বকে কখনও পরিত্যাগ করেন না। সুতরাং এই জগৎ আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ছাড়া কোন অজ্ঞজন এই আত্মাকে অনুভব করতে পারে না। জীব নিজের আত্মাকে অজ্ঞতাবশে দৃশ্য আকারে দর্শন করে। ফলতঃ তার এই দর্শন ভ্রান্তিজনক, তাই অনর্থে নিমগ্ন হওয়াই তার পরিণাম। জীবের স্থিতি কোথায়, পূর্ণানন্দ কি, স্বরূপ কেমন, তা তার কাছে অজানা। নিজের চক্ষু দ্বারা কেউ নিজের চক্ষু দেখতে পারে না। জীবও নিজের নির্মলতা, সপ্রকাশমানতা বুঝতে পারে না। মুক্ত পুরুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ায় দ্বৈতদৃষ্টি বর্জন ক"রে সম্যক্ দর্শনে পারদর্শী হন। আকাশে একাধিক চন্দ্র দর্শন সত্য হতে পারে না, এবং তা দৃষ্টিদোষ বলে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। সুতরাং হে রাম। মনের ভ্রান্তিতে দড়িকে সাপ দেখার জৈবিক অভ্যাস পরিত্যাগ কর। তুমি জ্ঞানদর্শনে পারঙ্গম হয়ে দেখ, সত্য কি। এই জগৎ কি, আমি কে, তা জানার স্পৃহা যার হয় না, বুঝতে হবে তার বিবেক নিদ্রায় আচ্ছন্ন। ভোগ–বিলাসে যার প্রবৃত্তি বিদ্যমান, কিংবা শাস্ত্রবাক্যে নিপুন যে বাক্–পটু অথচ বাক্যের বিপরীত কর্মে উদ্দমী, এমন মানুষের জ্ঞান বৃথা, তা যেন ছবিতে আঁকা আগুনের মত নিস্তেজ আগুন। যথার্থ বিবেকসম্পন্ন দুর্লভ হলেও, তিনিই প্রকৃত পবিত্র। ব্রহ্ম আকাশের মত সর্বব্যাপক। চিন্ময় আত্মা যখন সর্বত্রই বিদ্যমান, তখন সকল জীবের অন্তরে তাঁর অবস্থান স্বাভাবিক। সর্বশক্তিমান আত্মার বিদ্যমানতার জন্য প্রতিটি জীব যেমন যেমন ভাবনায় যত্ন করে, তার সিদ্ধিও সেই রকম হয়। যারা যে দেবতার উপাসনা করে, তারা সেই সেই দেবভাব পেয়ে থাকে। যারা যক্ষের উপাসক, তারা যক্ষলোকবাসী হয়। ভৃগুপুত্র শুক্র অপ্সরায় যত্নশীল হয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন, আবার তিনিই নির্মল আত্মার উপাসনা ক"রে মুক্ত হয়েছিলেন। তাই সযত্নে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির প্রচেষ্টা করা উচিৎ, কিংবা ব্রহ্মভাব যখন স্বাভাবিক, তখন অনাত্ম ভাব বর্জন করাই উচিৎ, তাহলেই স্বতঃই সপ্রকাশ ব্রহ্মভাব উপলব্ধ হবে।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

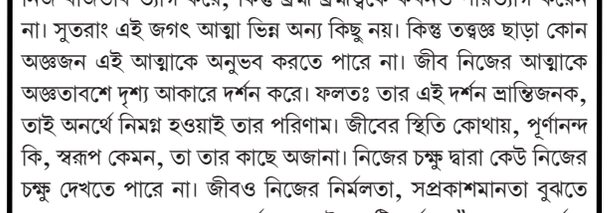

দিন	তারিখ	অনুষ্ঠান / নাম
মহালয়া	১০ অক্টোবর, ২০২৬	নবরাত্রি উৎসবের সূচনা
ষষ্ঠী	১৭ অক্টোবর, ২০২৬	দুর্গাপুজোর প্রথম দিন (ষষ্ঠী)
সপ্তমী	১৮ অক্টোবর, ২০২৬	সপ্তমী
অষ্টমী	১৯ অক্টোবর, ২০২৬	অষ্টমী
নবমী	২০ অক্টোবর, ২০২৬	নবমী
বিজয়া দশমী	২১ অক্টোবর, ২০২৬	বিসর্জন ও উৎসব সমাপ্তি (বিজয়া দশমী)

চীনে বামপন্থী মত বিনিময়

সুবীর পাল

সবচাইতে সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দল তথা সিপিএমের বেবি। অর্থাৎ কেরলের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ এবং বর্তমান সিপিএমের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মারিয়াম আলেকজান্ডার বেবি।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর। ছয় সদস্যের ডেলিগেটস টিম নিয়ে ঘুরে এলেন চিনে। ওদের গডফাদার চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির ডাক পড়েছে যে। এ যেন গোপন নিশিডাক। এ ডাক রুধিবে এমন সাধ্য কার। তাই দিন সাতের সফরে বেবিবাবুর নেতৃত্বে বেজিং উড়ে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের হয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, ত্রিপুরায় রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী এবং পলিটব্যুরোর আরেক সদস্য আর অরুণ কুমার। এ ছাড়া ওই দলে ছিলেন দুই নেত্রী কে হেমলতা এবং সি এস সুজাতা।

এ আর এমন কি কথা। দুই দেশের কম্যুনিস্ট নেতারা নিজেদের মধ্যে আদর্শগত মত বিনিময় করবেন, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থান বিশ্লেষণ করবেন, এটাই তো সাভাবিক। কিন্তু এসফরের সময় নির্বাচন ভারতীয় রাজনীতিতে নয়ুন ট্যুয়িস্ট আনবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। দু দেশের কম্যুনিস্ট পার্টির আলোচনার গোপনীয়তা জল্পনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক ও জ্বালানি তেলের বাণিজ্যিক নীতির জোড়া ফলায় দুনিয়ার অর্থনীতিতে এখন শুরু হয়েছে প্রবল অস্থিরতা। এর দাপট আছড়ে পড়েছে ভারত ও রাশিয়ার উপরেও। চীনও পরোক্ষে প্রভাবিত। সুতরাং আমেরিকাকে টাইট দিতে ও ডলারকে পর্যদুস্ত করতে বিশ্বের তিন মহাশক্তিধর দেশ চীন, রাশিয়া ও ভারত আজ নিজেদের মধ্যে কোলাকুলিতে ব্যস্ত। বরং কিছুদিন আগের বরাবরের সীমান্ত উত্তেজনা এখন মারো গোলি, বরং ইন্দো চিনি ভাই ভাই দোস্তিতেই মশগুল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। উদ্দেশ্য তাঁদের একটাই, ট্রাম্পের আধিপত্যকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখানো। এই বন্ধুত্বের সলতেতে আরও ঘৃতাহুতি দিতে সাংহাইয়ের এসসিও"র সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী দুই দিনের সফরেও গিয়েছিলেন গত ৩১ অগাস্ট। বেজিং লবি এটুকু বুঝে গেছে সম্প্রতি, আমেরিকার সঙ্গে আর্থিক কুস্তি লড়তে গেলে বিশ্বের চতুর্থ অর্থনৈতিক শক্তিশালী প্রতিবেশী দেশটির সঙ্গে সখ্যতাই হবে তাদের সবচেয়ে বড় নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার। তাই তারা এই অলআউট যুদ্ধে নয়া দিল্লির বর্তমান সরকারকে অনেক বেশি পরিমাণে নির্ভর করতে শুরুও করেছে।

কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সঙ্গে সিপিএমের সম্পর্ক অনেকটাই সাপে নেউলে। যা শি জিনপিংয়ের বর্তমান পার্টিগত পলিসির কাছে অনেকটাই শিড়ঃপীড়ার কারণ অবশ্যই বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে। সুতরাং কেরালা বা ত্রিপুরা বা পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রিক সিপিএমের কচকচানি হলো তাঁর কাছে অনেকটা ড্যাম ইট, আসলে চীনা প্রেসিডেন্টের এই মুহূর্তে অর্জুনের পাখির চোখ দেখার

অনুকরণে একটাই লক্ষ্য, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে যেনতেন প্রকারেণ তছনছ করতেই হবে এই সুযোগে। আর এমন মওকায় ভ্লাদিমির পুতিন ও নরেন্দ্র মোদীর মতো এতো বিশ্বস্ত বন্ধু আর কোথায় মিলবে এই দুনিয়ায়। ফলে ভারত সরকারকে প্রতিদানের সহায়তা করতে চীনের শি জিনপিং আজ সদা প্রস্তুত।

ঠিক এমনই আবহে সিপিএমের চীন সফর ঘিরে শুরু হয়েছে ডাল মে কুছ হ্যায় গোছের রাজনৈতিক চর্চাও। কারণ খুবই স্পষ্ট। দেশে ফিরে এসে সিপিএমের ঘটা করে প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে সফর বিষয়ক বিবৃতি সেভাবে দেখা মিললো না। বরং ধরি মাছ না ছুঁই পানি মার্কা বিবৃতি দেওয়ানো হলো অপেক্ষাকৃত অনেক কম ওজনদার ত্রিপুরার নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীকে সামনে রেখে ত্রিপুরারই প্রান্তিক মাটিতে। বক্তব্য সেই এক স্টিরিও টাইপ ঘরাণা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়ক আলোচনায় আমরা অংশ নিয়েছি। একাধিক দেশের বামপন্থী নেতাদের সঙ্গে আমাদের মতবিনিময় হয়েছে।'

প্রেস ব্রিফিং সর্বস্ব এই দলটি না হয় সংবাদ মাধ্যম এড়িয়ে চলেছে সাম্প্রতিক চীনা সফর ইস্যুতে। নিন্দুকেরা আবার কানাঘুষা করছে আবডালে এই ফিসফিসানিতে, এবার মনে হয় ভারতীয় বামপন্থী পরিব্রাজকেরা তাঁদের চৈনিক গুরুর কাছ থেকে না–পছন্দের বিভূতি লাভ করে ফিরেছেন। সবই নাকি গুজরাটি চক্রান্ত ফক্রান্ত হবে আর কি। উনিই নাকি একাধারে শি জিনপিংয়ের পিঠ চাপড়াচ্ছেন, অন্যদিকে চীনে পাঠানোর পরিসর গোপনে রচনা করে দেশী বামেদের ঘোল খাওয়াচ্ছেন।

এই তো সেদিনের ঘটনা। উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি। সেখানে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে গেলে বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মু ও পদ্মশিবিরের বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বেধরক ভাবে প্রহৃত হোন স্থানীয় লোকজনের হাতে। এই কাণ্ডে সবাইকে চমকে দিয়ে আচমকা সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, এই বাংলায় বিরোধী শুন্য করার সংস্কৃতিতে ব্যস্ত তৃণমূল। তাই বিরোধী দলের দুই জনপ্রতিনিধি পরিকল্পিত ভাবে আক্রান্ত হলেন।'

আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো মহম্মদ সেলিমের প্রেস বিবৃতির পরেপরেই প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে নজীরবিহীন ভাবে বেপরোয়া আক্রমণ করে বসেন তৃণমূল দল ও রাজ্য সরকারকে একযোগে একই ঘটনাকে তুলে ধরে। নরেন্দ্র মোদীর এমন ভয়ঙ্কর লিখিত আক্রমণ রাজ্যবাসী এর আগে দেখেছে কিনা এখন এটাই চর্চার বিষয়। যদিও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের বিরোধিতাও করেছেন স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে।

মুখ্যমন্ত্রীর এই বিরোধিতা রাজনৈতিক ভাবে অতি প্রত্যাশিত। কিন্তু যেটা প্রত্যাশিত ছিল না তা হলো এই ইস্যুতে মহম্মদ সেলিমের বক্তব্য। বিগত দেড় দশকের মধ্যে বিজেপির কোনও নেতা আক্রান্ত হলে সিপিএমের এই প্রবীণ নেতা সে বিষয়ে নিন্দার ঝড় তুলেছেন তা বোধ হয় বঙ্গবাসী এই প্রথম অনুধাবন করলেন। কি ব্যাপার বলুন তো? প্রধানমন্ত্রী চীন গেলেন। তার কিছুদিনের মধ্যেই জনাব সেলিম লাল সেনার দেশে চুটিয়ে সফর করলেন। বিজেপি নেতারা আক্রান্ত হলে সিপিএমের তরফে তৃণমূলের নিন্দা করা হচ্ছে প্রকাশ্যে। আবার সেই প্রধানমন্ত্রী প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সমালোচনার ঝড় তুলছেন রাজ্য শাসকের বিরুদ্ধে।

তবে এমন পরিস্থিতিতে মহম্মদ সেলিম অবশ্য শাক দিয়ে মাছ ঢাকার কসুর কম করেননি। সমালোচকেরা তাঁর বক্তব্যের প্রসঙ্গে কূটকচালি শুরু করতেই তিনি পাল্টা বলেন, বিজেপির আক্রান্ত দুই জনপ্রতিনিধি একদা সিপিএমের দলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তাই এই আক্রমণের নিন্দা করেছি রাজনৈতিক সৌজন্যের নিরিখে।'

তা ঠিক তা ঠিকই। হাজার হলেও খগেন মুর্মু ও শঙ্কর ঘোষ সত্যিই তো একসময় আপনাদের দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। তাই বেশ করেছেন পুরোনো সহকর্মীদের বিপদের সময়ে পাশে দাঁড়িয়ে। এটাই তো রাজনৈতিক প্রকৃত সৌজন্যতা। তা একটা কথা জিজ্ঞেস করবো সেলিম সাহেব আপনাকে? মানে ইয়ে ভুল হলে ক্ষমা ঘেন্না করে নেবেন নিজগুণে কেমন। আচ্ছা মনে পড়ে নিশ্চয়ই একসময় লোকসভার স্পিকার ছিলেন প্রবাদপ্রতিম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনিও তো আপনাদের পার্টির একজন দৃঢ়তম আদর্শগত স্তম্ভ ছিলেন। তাই না? তা মৃত্যুর আগের অসুস্থতার সময়ে এবং মৃত্যুর পরে আপনাদের তরফে এতটুকু সৌজন্যতা দেখিয়ে ছিলেন তাঁকে? তিনিও কিন্তু আপনাদের দলে আপনার থেকে আইডিওলজিতে কম বিশ্বাসী ছিলেন না। তাহলে? কোথায় ছিল সেদিন আপনাদের রাজনৈতিক সৌজন্যতা? আবার সেই দ্বিচারি সুবিধাবাদ, তাই তো? নাকি অ্যাকশনে মেড ইন চায়না গুঁতো!

কোকো দ্বীপপুঞ্জে কোনও চীনা নেইঃ মিয়ানমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: মিয়ানমার ভারতকে আশ্বস্ত করেছে যে বঙ্গোপসাগরের কোকো দ্বীপপুঞ্জে কোনো চীনা উপস্থিতি নেই। তবে বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত সূত্র জানিয়েছে যে, নয়পিদো এখনো ভারতের অনুরোধে দ্বীপপুঞ্জে নৌবাহিনীর সফর অনুমোদন দেয়নি। এই দ্বীপপুঞ্জ ভারতের ল্যান্ডফল দ্বীপ থেকে ১০০ মাইলেরও কম দূরত্বে অবস্থিত। জানা গিয়েছে, গত মাসে ভারতের প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিং মিয়ানমারে সফরকালে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা তাকে জানায় যে কোকো দ্বীপপুঞ্জে একজনও চীনা নাগরিক নেই। তারা ভারতের উদ্বেগ দূর করতে চেয়েছিল, কারণ ভারত মনে করে চীন ওই দ্বীপপুঞ্জকে বঙ্গোপসাগরে গোয়েন্দা নজরদারির ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে। সিং ২৫–২৭ সেপ্টেম্বর নেপিদোয় মিয়ানমারের সশস্ত্র বাহিনীর প্রশিক্ষণ প্রধান মেজর জেনারেল কিয়াও কো হ্টাইকের সঙ্গে দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিরক্ষা সংলাপে অংশ নেন।

তবে জান্তা এখনো ভারতীয় নৌবাহিনীকে কোকো দ্বীপ সফরের অনুমতি দেয়নি, যদিও কূটনৈতিক ও সামরিক চ্যানেলের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ করা হয়েছে।

ভারতের উদ্বেগের মূল কারণ হল, সন্দেহ করা হচ্ছে মিয়ানমার চীনকে কোকো দ্বীপে পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে, যা ভারতের বালাসোর ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপণ নজরদারি করতে

এবং বিশাখাপত্তনমের কাছে নবনির্মিত রামবিলি নৌঘাঁটি থেকে পারমাণবিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র বহনকারী সাবমেরিনের চলাচল পর্যবেক্ষণ করতে ব্যবহৃত হতে পারে।

যদিও ভারত সরাসরি চীনা উপস্থিতি যাচাই করতে পারেনি, স্যাটেলাইট চিত্রে দেখা যাচ্ছে কোকো দ্বীপে ব্যাপক অবকাঠামো উন্নয়ন হচ্ছে। সূত্রে আরও জানা গেছে, দ্বীপটির রানওয়ে সম্প্রসারিত হয়েছে যাতে বড় পরিবহন বিমানের উড়ান সম্ভব হয় এবং প্রায় ১৫০০ সামরিক সদস্যের থাকার জন্য নতুন ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি কোকো দ্বীপকে সংলগ্ন জেরি দ্বীপের সঙ্গে সংযুক্ত করতে সেতু নির্মাণের কাজও চলছে।

যদিও মিয়ানমার সরকার দাবি করে যে তাদের দেশে একজনও চীনা সৈন্য নেই, বাস্তবে নয়পিদোর নিয়ন্ত্রণ উত্তর মিয়ানমার ও চিনদউইন নদীর পশ্চিমাংশে প্রায় নেই বললেই চলে। সেসব এলাকায় চীন–সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী ও মাদকচক্রের প্রভাব ব্যাপক, যাদের উপস্থিতি ভারতের উত্তর–পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত এলাকাগুলিতেও দেখা যায়, বিশেষত অরুণাচল প্রদেশের বিজয়নগর অঞ্চলে এবং মণিপুর সীমান্তে।

থিমের পুতুল খেলার পাশে সাবেকিয়ানায় মাতলো বাঙালি

প্রিয়ম গুহ ও প্রীতম দাস

এক বছরের প্রতীক্ষার অবসানের পর দুর্গোৎসব শেষ হল রেড রোডের কার্নিভালের মাধ্যমে। উমাকে বরণ করার অপেক্ষা আপামর বাঙালি যতো না করলো তাকে বিদায় দিল অতি দ্রুত। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কলকাতার উৎসবকে কিছুতেই ম্লান করতে পারেনি। বাঙালি প্রতিপদ থেকেই বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায় ঠাকুর দেখতে। সারা পশ্চিমবঙ্গের লোক কলকাতায় একত্রিত হয়েছিল শিল্পকলার মাধুর্য চাক্ষুষ করবার জন্য। রাজা জমিদারদের বাড়ির পুজোর বনেদি আনায় সার্বজনীন পুজোর থিমে মাতিয়ে তুলেছিল সকলকে।

তবে মা দুর্গার বেদ বর্ণিত ধ্যান মূর্তি থিম পুজোয় চোখে পড়েনি। এসব মূর্তি যেন পুতুল খেলার সঙ্গী। থিমের আঙ্গিনায় ফুটে উঠেছে দুই কিংবদন্তি সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং লীলা মজুমদারের সৃষ্ট চরিত্র এবং সাহিত্য। যথাক্রমে কুমোরটুলি সার্বজনীন এবং কাশি বোস লেন পুজো কমিটি কুর্নিশ জানিয়েছে এই দুই সাহিত্যিককে। শতবর্ষে তাদের মণ্ডপের মাধ্যমে কুর্নিশ মহানায়কে জানিয়েছে বেনিয়াটোলা সার্বজনীন।

দুর্গোৎসবে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরতে পরতে লক্ষ্য করা গিয়েছে। বিভিন্ন পুজো প্যান্ডেল তাদের থিম হিসেবে তুলে ধরেছে বাংলা ও বাঙালিকে, যা এখন বেশ চর্চার বিষয়। বাঙালির শিল্পকলা বাঙালির গর্বের সন্তানদের তুলে ধরেছে বিভিন্ন পুজো কমিটিগুলি, তাদের মধ্যে রয়েছে বালিগঞ্জ সমাজসেবী, যোধপুর পার্ক ৯৫ পল্লী, চোরাবাগান সার্বজনীন, বাবুবাগান সার্বজনীন, বেহালা ফ্রেন্ডস ইত্যাদি। মনসামঙ্গল কাব্য তুলে ধরেছিল শিব মন্দির। ছোটোবেলার রূপকথার রঙে মণ্ডপ রাঙিয়ে তুলেছে নলিন সরকার স্ট্রিট। টালা প্রত্যয়ের বীজ ও রাসায়নিক সারের ক্ষতিকর প্রভাবের ভাবনা যথেষ্ট প্রশংসা পেলেও দেবী দুর্গার চাষী মূর্তি নিয়ে দর্শকদের মধ্যে দেখা গিয়েছে দ্বিমত। 'নিগুঢ়' নামক থিমের মাধ্যমে দর্শকদের মন কেড়েছে স্বপ্নের চাঁদের দেশে নিয়ে গিয়েছে কেন্দুয়া শান্তি সংঘ।

তবে এবারের দুর্গা পুজোর মূল কেন্দ্র ছিল লেবুতলা পার্ক অপারেশন সিঁদুর, যা দেখতে ভিড় জমিয়ে ছিল সকলে। যদিও এখানেও রাজনৈতিক দড়ি টানাটানি হয়েছে প্রশাসনের সঙ্গে। কারণ রাজ্যের বর্তমান বিরোধীদলের এক নেতার তত্ত্বাবধানে হয় এই পুজো, তাই প্রথম থেকেই পুজো বন্ধ করে দেওয়ার এক চক্রান্তের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। যদিও সবকিছু একা হাতে সামলিয়ে বিরোধীদলের সেই নেতা দুর্গাপুজো শেষ করেছেন পরিবর্তন শোভা যাত্রার মাধ্যমে যেখানে অংশগ্রহণ করেছিল বিরোধী দলনেতা সহ বিরোধীদলের প্রথম সারির নেতারা। এ বছরের অন্যতম চর্চিত মণ্ডপ অর্জুনপুর আমরা সবাই ক্লাবের পুজোয় এছাড়াও দমদম পার্ক তরুণ দল, চেতলা অগ্রণী, জগৎ মুখার্জী পার্ক ইত্যাদি মণ্ডপগুলিতে দেখা গিয়েছে ব্যবস্থাপনার খামতি, দর্শকদের দাবি, ভিড় জমানোর তাগিদে অহেতুক ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন আটকে রাখা হয়েছিল।

এবার আরো আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা গিয়েছে বিভিন্ন মণ্ডপে। ছোট বড় বহু মণ্ডপেই দেবাদিদেব মহাদেবের প্রাধান্য বেশ অনেকটাই ছিল। তার মধ্যে অন্যতম চেতলা অগ্রণী, কয়েক কোটি রুদ্রাক্ষের সমাহার তুলে ধরেছিলেন তারা। শিব তাণ্ডব প্রদর্শিত হয়েছে পুরাতত্ত্বের আদলে তৈরি ত্রিধারার পূজা মণ্ডপে। তাণ্ডব এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে একটা সময় প্রশাসন

বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিল মানুষের ভিড় সামলানোর জন্য। এছাড়াও রয়েছে যোধপুর পার্ক, বেহালা নতুন দল ইত্যাদি। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কুর্নিশ জানিয়েছে তাদের পূজা মণ্ডপে সুরুচি সংঘ, হাতিবাগান নবীন পল্লী। বাদামতলা আসার সংঘ মায়ের কাছে আর্জি জানিয়েছে যাতে সব কিছু সঠিকভাবে চলে সারাটা বছর ধরে। ৬৬ পল্লীর কান্তারা নাচ দর্শকদের আকর্ষিত করেছে। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য ছিল কালীঘাট নেপাল ভট্টাচার্য্য স্ট্রিট ক্লাবের মণ্ডপ। চেতলা প্রসন্নময়ী ঘাটের ৯৯ তম পুজোয় তরঙ্গের শঙ্খধ্বনি আহ্বান জানিয়েছে শতবর্ষের। আলিপুর সার্বজনীন তাদের চা–পান–উতরের মাধ্যমে বঙ্গের চায়ের সাম্রাজ্য তুলে ধরেছিল।

তবে থিমের ভিড়ের মধ্যেও উত্তর কলকাতার বাগবাজার সার্বজনীন, দক্ষিণ কলকাতার একডালিয়া এভারগ্রীণ, সিংহি পার্ক, মুদিয়ালি ইত্যাদি তাদের সাবেকিয়ানায় ভর করে আরাধনা করেছে জগত জননী মায়ের। শোভাবাজার রাজবাড়ি, মল্লিক বাড়ি, জোড়াসাঁকোর দাঁ বাড়ি, মিত্র বাড়ি সহ অন্যান্য বনেদি বাড়ি তাদের উমা আরাধনায় ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। কলকাতার পুজোর নস্টালজিয়া বাঙালি উপভোগ করেছে।

গত কয়েক বছরের তুলনায় এই বছর কলকাতা পুলিশের ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট প্রশংসনীয় হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেল অব্যবস্থাপনা। পুরো শহর জুড়ে পুলিশের কড়া নজর ছিল দর্শক যাতে রাস্তায় নেমে যান চলাচল ব্যহত না করে। তবে চেতলার শহীদ যতীন দাস সেতুর নীচে(চেতলা ব্রিজ) কলকাতা পুলিশের কোনও প্রতিনিধি বা স্বেছাসেবক না থাকায় গাড়ি ও দর্শকদের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে গিয়েছিল। এছাড়াও হরিদেবপুরের এম জি মার্গ রোড ও বেহালার কিছু অংশে ডায়মন্ড হারবার রোডের উপর দর্শক ও গাড়ির চালকদের কোন্দল দেখা দিয়েছে।

ছবি : সুমন সরদার

উত্তরের আঙিনায়

দীপাবলী আগে ব্যস্ত মৃৎ শিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিনাজপুর জেলা দ্বিখন্ডিত হবার পর উত্তর দিনাজপুর জেলা শিল্পবিহীন হলেও এই জেলায় ছোট ছোট কৃষি ভিত্তিক শিল্প অনায়াসেই গড়ে তোলা হয়। সমস্ত শিল্প যে এক সময় দাঁড়াতে পারে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ ব্লকের কুনোর হাট পাড়ায় অবস্থিত মৃৎ শিল্পী দুলাল রায় ও তার স্ত্রী মীরা রায়ের হাতের নানান ধরনের প্রদীপ। কুনোরের মাটির প্রদীপ বর্তমানে টেক্কা দিচ্ছে অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিক আলোকে। দুয়ারে দীপাবলি তাই দিনরাত এক করে দুলাল রায় ও তার স্ত্রী মীরা রায়কে অত্যাধুনিক টেরাকোটার দর্শনীয় প্রদীপ বানাতে দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে জেলা শিল্প কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন শিল্প মেলায় তাদের হাতের তৈরি অত্যাধুনিক প্রদীপ নিয়ে গেলে নিমেষের মধ্যে সেই সমস্ত দ্রব্য বিক্রি হয়ে যায়।

এক সাক্ষাৎকারে কুনরের টেরাকোটা মৃৎ শিল্পী দুলাল রায় বলেন, আমাদের বানানো মাটির প্রদীপ এবং অন্যান্য সামগ্রী বিক্রি হতে সময় লাগে না। তাছাড়া অতিরিক্ত দাম দিয়ে তাদের দর্শনীয় মাটির প্রদীপ বহু মানুষ ক্রয় করে থাকেন। মৃৎ শিল্পী দুলাল রায় ও তার স্ত্রী মীরা রায় একযোগে আরও জানান, তাদের টেরাকোটার প্রদীপ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভালো বিক্রি হয় এবং তার জন্য তারা প্রশংসা পেয়েও থাকেন। কিন্তু শুধু শুধু প্রশংসা ধুয়ে ধুয়ে জল খেলে হবে কি? আমাদের মতো মৃৎ শিল্পীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সরকার থেকে দিতে হবে। মাটির দাম যেমন বেড়েছে তেমন আনুষাঙ্গিক দ্রব্যের দাম প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। সেই অনুপাতে আমাদের হাতের তৈরির প্রদীপের দাম বাড়েনি। যদি প্রদীপের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে খরিদ্দারেরা বেশি পয়সা দিয়ে আমাদের রাজ্যের তথা আমাদের উত্তর দিনাজপুর জেলার মানুষেরা এইসব সৌখিন জিনিস কিনতে চান না। তবে এখানে জিনিসের দাম কম হলেও আমরা আমাদের হাতের তৈরি দ্রব্যের ভালো দাম ভিন রাজ্যে পেয়ে থাকি। সেখানে মানুষের পছন্দ হলেই দামের কোনও সমস্যা হয় না। আমরা তাই অনেক বেশি করে অত্যাধুনিক টেরাকোটার আদলের তৈরি প্রদীপ বাইরের রাজ্যের জন্য নিয়ে যাই।

জাঁকজমকে ভরে উঠছে জগদ্ধাত্রী পুজো

মলয় সুর, চন্দননগর : দুর্গাপুজো শেষ। পুজোর কার্নিভালও শেষ। বাপের বাড়ি থেকে কৈলাসে চলে গিয়েছে উমা। বাংলার মনে বিষাদের সুর তির তির করে বইছে। এবার বাংলাকে আলো আনন্দে ভরিয়ে দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো। এবারে একগুচ্ছ সুবর্ণ জয়ন্তী ও হীরক জয়ন্তী বর্ষের জগদ্ধাত্রী পুজো হতে চলেছে। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো মানে একটি চমকপ্রদ বিষয়। কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সূত্রে জানা গিয়েছে ১০টি সুবর্ণ জয়ন্তী ও হীরক জয়ন্তী বর্ষের পুজোর আয়োজন হচ্ছে। তার মধ্যে অন্যতম চন্দননগরের প্রাচীন কাপড় পট্টির পুজো। যা এবার ২৬০ বছরে পা দিচ্ছে। এর

মধ্যে ভদ্রেশ্বরে দুটি জুবিলী বাদবাকি ৮টি চন্দননগরে। চন্দননগর কেন্দ্রীয় পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ সাউ বলেন, ২০২০–২০২১ সালে কোভিডের কারণে পূজার আয়োজন করা হয়নি। সেই কারণে ওই বছরগুলির জুবিলিগুলো ২০২২ সালে জাঁকজমক করে হয়। সেই নিরিখে এবার ২০২৫ সালে এসে একসঙ্গে ১০টি পুজো জুবিলী আয়োজন রয়েছে। আশ্চর্যজনকভাবে সবকটি পুজোই হয় রজতজয়ন্তী না হয় সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের পুজো। এই বিশেষ মনিকাঞ্চন যোগও চন্দননগরে পূজোর ইতিহাসে বিরল ঘটনা। কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট অশোক গোস্বামী বলেন, সুরেরপুকুর, গড়ের ধার, যম পুকুর ধার, হালদারপাড়া, ষষ্ঠীতলা, দিনেমার ডাঙ্গা পঞ্চপান্ডব ও নিমতলা স্পোর্টিং এর এবার রজতজয়ন্তী পুজো হবে। অন্যদিকে হরিদ্রা ডাঙ্গা, কাপালি পাড়া সাহেব বাগান, বারাসাত ব্যানার্জি পাড়া, ও তেলিনী পাড়ায় হীরক জয়ন্তী বর্ষের আয়োজন হবে। চন্দননগরের জুবিলী বর্ষের পুজো মানেই বিশেষ আয়োজন। আলোক শিল্পের মায়ানগরীতে চমক দেওয়ার আয়োজন যেমন স্বাভাবিক, তেমনই থাকে প্রতিমা থেকে মণ্ডপ শয্যার নিপুন কারুকার্য। ফলে আলোর মহানগরীতে এবারের জগদ্ধাত্রী পুজো আরও আকর্ষক হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

সেরা আতশ বাজির সন্ধান দিচ্ছে চম্পাহাটি

পার্থ কুশারী, চম্পাহাটি : কালীপূজা বা দীপাবলির আগে থেকেই চম্পাহাটি বাজির বাজার বিশ্ববিখ্যাত পরিচয় ধরে রেখেছে। এখানে অত্যন্ত সুলভ মূল্যে বাজি পাওয়া যায়, যা দূরদুরন্ত থেকে আসা মানুষকে আকৃষ্ট করে। তবে, পুলিশি তৎপরতা এবং নাকা চেকিংয়ের কারণে কিছু ব্যবসায়ী ও সাধারণ ক্রেতাদের হয়রানি শিকার হতে হচ্ছে, যা খবরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে। এই বাজারে পাওয়া বাজির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের গ্রীণ বাজি এবং অন্যান্য আকর্ষণীয় বাজি থাকে, যা এটিকে একটি অনন্য বাজার করে তোলে। হাজার হাজার ক্রেতা এই বাজারে ভিড় করছেন নতুন ধরনের এবং বিভিন্ন রঙের বাজি কিনতে। এক ক্রেতা বলেন, 'এবার বাজি বিক্রির ধরন বদলেছে। মানুষ এখন পরিবেশবান্ধব বাজির দিকে ঝুঁকছে। স্থানীয় প্রশাসন বাজি বিক্রির সময় নিরাপত্তা ও অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা জোরদার করেছে।'

অসহায় পুর কর্তারা

প্রথম পাতার পর

যেভাবে এই শরতেও বৃষ্টি হচ্ছে তাতে দুর্গোৎসব কালে কলকাতায় ডেঙ্গুর ভাইরাসবাহী মশার উৎপাত যে দিনের বেলায় বৃদ্ধি পাবে এবিষয়ে নিশ্চিত পৌর কর্তারা। কারণ ডেঙ্গুর ভাইরাস ছড়ানো মশা এডিস ইজিপ্টাই ও এডিস অ্যালবোপিকটাস মশা দিনের বেলায় সকাল– বিকেলে কামড়ায়।

দুর্গোৎসবের পরে যাতে মশাবাহিত রোগের বাড়বাড়ন্ত না হয়, সেজন্য দুর্গোৎসব উদ্যোক্তাদের জন্য একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। ওই নির্দেশিকায় লম্বা বা উল্লম্ব ভাবে পোঁতা বাঁশের খুঁটির উপর দিকের কাটা প্রান্তে গর্তওয়ালা মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে বা সবচেয়ে ভালো বাঁশের মাথার গর্তটি বালি দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখছি, সে নির্দেশিকাকে গুরুত্ব না দেওয়ায় বাঁশের ডগার ফাঁকে জল জমে আছে, অথচ উদ্যোক্তাদের সেবিষয়ে কারও হেলদোল নেই। তাতে স্থানীয় এলাকায় এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধে ডেঙ্গুর সংক্রমণের মারাত্মক হুমকি তৈরি করতে পারে। কিন্তু দায় এসে পড়বে কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতরের ঘাড়ে। অথচ জেগে ঘুমোনো সজাগ সচেতন দুর্গোৎসব উদ্যোক্তাদের মাথায় রয়েছে কেবল স্পনসর ও পুরস্কার। কলকাতা পৌরসংস্থার মুখ্য পতঙ্গবিদ ড.দেবাশিস বিশ্বাস বলেন, 'প্যাণ্ডেলের জন্য বা বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং লাগানোর জন্য লম্বাভাবে বাঁশ পোঁতা হয়। আর তার মাথার খোলা মুখ ঢাকা না থাকলে, সেখানে জল জমে এক একটি বাঁশের মাথায় কমবেশি দেড়শোটি ডেঙ্গুর ভাইরাস বাহক এডিস মশা জন্মাতে পারে। কলকাতা পৌর এলাকার অধিকাংশ দুর্গোৎসব কর্তারা এসব জানা সত্ত্বেও বাঁশের মাথার খোলা মুখ ঢাকছেন না। শুক্রবারের বৃষ্টি ডেঙ্গির আতঙ্ক শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

সাতগাছিয়ায় বিজেপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬ অক্টোবর লক্ষ্মীপুজোর দিন জলপাইগুড়ির নাগরা কাটায় বন্যা দুর্গত মানুষদের ত্রাণ দিতে গিয়ে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিধায়ক শঙ্কর ঘোষরা তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিদের দ্বারা আক্রান্ত হন। রক্তাক্ত অবস্থায় আশঙ্কাজনক ভাবে এখনো

হাসপাতলে ভর্তি আছেন খগেন মুর্মু। বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ আক্রান্ত হয়েছেন নির্মমভাবে। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের মহেশতলা বিষ্ণুপুর এবং সাতগাছিয়া বিধানসভায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয় ৭ অক্টোবর। মহেশতলার মোল্লার গেট এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী সোমা ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ সর্দারসহ বলিষ্ঠ নেতৃত্ববৃন্দ। অন্যদিকে, বিজেপির সাংগঠনিক জেলার কার্যালয় আমতলা থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয় সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সোমনাথ রায়ের নেতৃত্বে। সোমনাথ বাবু বলেন, 'সাতগাছিয়ার ৫ নম্বর মন্ডলেও একই ধরনের কর্মসূচি পালিত হবে।' ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী সোমা ঘোষ বলেন, '৭ অক্টোবর ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সর্বত্রই উত্তরবঙ্গের দুর্গত মানুষদের জন্য ত্রাণ সংগ্রহ করা হয়েছে। সবাই হাসিমুখে সাধ্যমত দান করেছেন তাই সকলকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই। দুর্গত মানুষদের পাশে আমরা থাকতে চাই।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা দাবি করছি অবিলম্বে সাংসদ এবং বিধায়ককে তৃণমূল আশ্রিত যে সমস্ত দুষ্কৃতীরা আক্রান্ত করেছেন তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। বাংলায় হিংসার রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। রাজ্য নেতৃত্বে নির্দেশে আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে।'

তরুণভূষণ গুহর প্রয়াণ দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ অক্টোবর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিবেক নিকেতনে আলিপুর বার্তা সংবাদপত্র ও নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির প্রাণপুরুষ তরুণ ভূষণ গুহর ১৫ তম প্রয়াণ দিবস উদযাপন হল যথাযোগ্য মর্যাদায়। বিবেক নিকেতনের প্রার্থনা গৃহে প্রথমে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় তরুণ ভূষণ গুহর আত্মার শান্তি কামনার্থে। তারপর উপস্থিত আলিপুর বার্তা ও নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির পরিবারের কার্যকরী সদস্য এবং আশ্রমিকরা তরুণ ভূষণ গুহর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন। তাঁর সম্পর্কে আশ্রমিক এবং অন্যান্য সদস্যরা স্মৃতিচারণা করেন। তরুণ গুহ সম্পর্কে আশ্রমিক গোবিন্দ সামন্ত বলেন, কাকু সব সময় এই নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতিকে নিজের পরিবার বলে ভাবতে শিখিয়েছিলেন

এখনো তাই ভাবি। এছাড়াও তার সম্পর্কে আলোকপাত করেন সুধীর নন্দী, তপন চ্যাটার্জি, সুবীর পাল, প্রাণকৃষ্ণ প্রামানিক। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং আলিপুর বার্তা পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক প্রণবভূষণ গুহ বলেন, কাকু হয়তো আমাদের পার্থিবভাবে ছেড়ে গেছেন কিন্তু তিনি সর্বদা আমাদের মধ্যেই রয়েছেন। তার দেখানো পথ এবং আদর্শে এই নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি এবং আলিপুর বার্তা এগিয়ে চলেছে। আগামীদিনে এভাবেই নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি এবং আলিপুর বার্তা মানুষের সাথে মানুষের পাশে থাকবে। প্রয়াণ দিবস অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আলিপুর বার্তার সহ–সম্পাদক কুনাল মালিক।

সাগর সেতুর টেন্ডার পাশ

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যেই মুড়িগঙ্গা নদীতে সেতুর জন্য মাটি পরীক্ষার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এবার এল অ্যান্ড টি এর মতো বৃহৎ আন্তর্জাতিক সংস্থার টেন্ডার পাওয়ায় দ্বীপবাসীর মনে খুশি ও স্বস্তি দেখা দিয়েছে। তাদের আশা, দ্রুত কাজ শুরু হবে এবং আগামী ৪ বছরের মধ্যেই তাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হবে। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা জানান, 'টেন্ডার বাতিল হওয়ার পর বিজেপি এবং সিপিএম বিভিন্ন জায়গায় গঙ্গাসাগর সেতু হবে না বলে প্রচার করেছিল। আবার নতুন করে টেন্ডার হল। যারা মিথ্যা প্রচার করছিল, তাদের মুখে চুনকালি পড়েছে। মানুষ তাদের যোগ্য জবাব দেবে আগামী ২০২৬–এর বিধানসভা নির্বাচনে।'

বাদ যাবে এক কোটি নাম : শুভেন্দু

প্রথম পাতার পর

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের উদ্দেশ্যে বলেন, বেশি বেড়ে খেলবেন না। সুর সপ্তমে চড়িয়ে তাঁর অভিযোগ বিজেপি পার্টি অফিসের তৈরি তালিকায় নির্বাচন কমিশন নিজের স্ট্যাম্প লাগিয়ে এ রাজ্যের ন্যায্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে। ক্ষুব্ধ মমতা ব্যানার্জি বলেন, বিহারে ডাবল ইঞ্জিন সরকার আছে তাই সেখানে পার্টি অফিসে বসে এসআইআর তালিকা তৈরি করা যায়। এর সঙ্গে বাংলাকে মেলাবেন না। এ রাজ্যের কোন বৈধ নাগরিকের নাম বাতিল হলে বাংলার মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশ্যে তার হুংকার, আগুন নিয়ে খেলবেন না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তার কটাক্ষ, দিল্লিতে একজন মীরজাফর বসে আছেন। মনে রাখবেন এই যে এসআইআরের পেছনে রয়েছেন মীরজাফর স্যার। তবে দিল্লি থেকে রাজ্য সফরে আসা কমিশনের প্রতিনিধি দলের তরফে এমন একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে চলতি মাসেই জারি হতে চলেছে ভোটার তালিকায় স্পেশাল ইন্টেনশিভ রিভিশন বা এসআইআর বিজ্ঞপ্তি। বিজ্ঞপ্তি জারির সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্য জুড়ে শুরু হয়ে যাবে এসআইআর এর কাজ। পাশাপাশি রাজ্যের মানুষ এই রাজনৈতিক আবহে আশঙ্কা করছেন সুষ্ঠুভাবে যদি এসআইআর–এর কাজ শুরু হয় সেক্ষেত্রে শাসক দল যদি সহযোগিতা না করে তাহলে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তির আশঙ্কাও থাকছে। অভিজ্ঞ রাজনৈতিক মহল জানাচ্ছেন, কেন্দ্রীয় জাতীয় নির্বাচন কমিশন সমস্ত দিক দেখে শুনেই এসআইআরের বিজ্ঞপ্তি জারি করবে। যদি রাজ্যজুড়ে হিংসা বা অশান্তির ঘটনা ঘটে কেন্দ্রীয় সরকার সেক্ষেত্রে চুপ করে বসে থাকবে না বলেই সূত্রের খবর।

পর্যটন মাফিয়াদের কবলে

প্রথম পাতার পর

ভারতীয় সংবিধানের ৫১ক অনুচ্ছেদের ৪২ তম সংশোধনী ধারা(ছ) বলে প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা ও তার উন্নতি করা একটি মৌলিক কর্তব্য। ভারতের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য হল হ্রদ, বন, বন্যপ্রাণী এবং নদী সহ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করা এবং জীবন্ত জিনিসের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া।

১৯৭৪ সালে জল (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৭৪ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বা সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড। এটি হল পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের অধীনে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। পরবর্তীকালে একে (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮১ এর অধীনেও যুক্ত করা হয় এবং কার্যভার দেওয়া হয় পর্ষদকে। এটি পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬–এর বিধান অনুসারে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে প্রযুক্তিগত পরিষেবাও প্রদান করে। এটি আবার প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডগুলির কার্যক্রম সমন্বয় এবং তাদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করে। দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এটিই দেশের শীর্ষ সংস্থা। বোর্ডের নেতৃত্বে থাকেন এর চেয়ারপারসন যিনি ভারত সরকারের মন্ত্রিসভার নিয়োগ কমিটি দ্বারা নিযুক্ত হন ।

এতেই শেষ নয় এরপরও ঘটা করে পাশ হয় পরিবেশ সুরক্ষা আইন, জ্বালানি সংরক্ষন আইন সহ বহু বিধিনিয়ম। তাতেও রোধ করা যায়নি পরিবেশের উপর আক্রমণ। পরিবেশ সুরক্ষা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কিত মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ন্যাশানাল গ্রীন ট্রাইব্যুনাল ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের পরে ভারত বিশ্বের তৃতীয় দেশ যেখানে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা স্থাপন করা হয়েছে। এর জাতীয় সদর দপ্তর নয়াদিল্লিতে এবং ট্রাইব্যুনালের আঞ্চলিক সদর দপ্তর ভোপাল, পুনে, কলকাতা এবং চেন্নাই শহরে অবস্থিত ।

ভারতে পরিবেশে রক্ষায় একদিকে যেমন কাগজে কলমে নিয়ম–কানুন, আদালত–ট্রাইবুনাল তৈরি হয়েছে তেমনি অন্যদিকে বাস্তবে তাকে নিষ্ক্রিয় করার ব্যবস্থাও পাকা করা হয়েছে। একটি সমীক্ষা বলছে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বিভিন্ন কোর্টে জমে রয়েছে ৮৮,৪০০ পরিবেশ সংক্রান্ত মামলা। যার নিস্পত্তি হতে সময় লাগবে ৩৪ বছর। অভিযোগ, জাতীয় পরিবেশ আদালত বা ন্যাশানাল গ্রীণ ট্রাইবুনাল, পলিউশান কন্ট্রোল বোর্ডগুলোকে ইচ্ছা করে দুর্বল করে রাখা হচ্ছে। এদের পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে না। কর্মী দেওয়া হচ্ছে না। সঙ্গে রয়েছে অসহযোগিতা। পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর কোনো অভিযোগের তদন্ত সঠিক সময়ে শেষ করে রিপোর্ট পাঠাচ্ছে না। ফলে নিম্ন থেকে উচ্চ আদালতে জমছে পরিবেশ মামলার পাহাড়। শেষ পর্যন্ত নির্দেশ হলেও তা মানতে গড়িমসি করে সরকার। পরিবেশবিদদের মতে এটা আসলে পর্যটন মাফিয়াদের মদত দেওয়া। এরই ফলশ্রুতি আজকের উত্তরবঙ্গ, হিমাচল, উত্তরাখণ্ড, বানভাসী দক্ষিণবঙ্গ। এর জন্যই রমরমা বালি চুরি, পাথর চুরি, দেশের সর্বত্র অবৈধ নির্মানের নামে পরিবেশ ধ্বংস। এই জন্যেই চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে ভারত এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনকারী দেশ। ১৯৯০ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ভারতের বার্ষিক কার্বন নির্গমন প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ৬০০ টনেরও কম থেকে ১,৭০০ টনেরও বেশি। ২০০৮ থেকে ২০৩৫ সাল পর্যন্ত ভারতের বার্ষিক কার্বন নির্গমন প্রায় ২.৫ গুণ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তবে লোভের কোনো শেষ নেই। তাই প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে লুঠেরও শেষ নেই। এই মাফিয়ারাজ চলবেই। তাদের আটকাবার কেউ নেই। অসহায় ভারতীয়দের কেঁদে কেটে লাভ কি! তাদের জন্য আছে ক্ষতিপূরণ। পর্যটনের অবৈধ উপার্জন থেকে তা দিলেও কিছু কমবে না। এটাই আসলে লাভের অঙ্ক।

পুলিশের ভূমিকায় অসন্তোষ

প্রথম পাতার পর

দু দুবার পুলিশের অনুমতি না পেয়ে আসতে না পারলেও শুক্রবার রামপুরহাট থানার বারোমেশিয়া গ্রামে ছাত্রীর বাড়িতে যান জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন অর্চনা মজুমদার। তিনি ছাত্রীর মা ও বাবার সঙ্গে কথা বলেন। এরপর পুলিশের তদন্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। অর্চনাদেবী বলেন, 'বীরভূমে নাবালিকা ধর্ষণ, খুন, পাচার বাড়ছে। ফলে এখানে মনের আনন্দে বাংলার মেয়েরা বাড়ির বাইরে বের হতে পারবে কি করে? এখানে নাবালিকাদের কি আদৌ নিরাপত্তা রয়েছে? তিনি আরও জানান, পুলিশের ভূমিকায় আমি হতাশ। পুলিশের ভূমিকায় আমরা সন্তুষ্ট না। পুলিশ নিখোঁজ হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিলে ছাত্রীকে হয়তো মরতে হত না। সে সময় তারা অকর্মণ্য ছিল। তাছাড়া এখনও ছাত্রীর হাত পা উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। অথচ চার্জশিটে লেখা হয়েছে সম্পূর্ণ দেহ উদ্ধার হয়েছে। আমরা মহিলাদের স্বার্থ রক্ষার্থে তদন্ত করব। পুলিশেরও সেটাই কাজ। কিন্তু পুলিশ সঠিক তদন্ত না করে কেন তড়িঘড়ি চার্জশিট দিল বুঝতে পারছি না। একার পক্ষে এই খুন করা সম্ভব কিনা সেটা নিয়েও ধোঁয়াশা রাখা হয়েছে চার্জশিটে। বিষয়টির আমরা শেষ দেখে ছাড়ব।'

ডাকাতির আগেই ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাবরা : ৯ অক্টোবর মধ্যরাতে হাবরা থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া ৪ যুবককে আয়রা বাইপাসের মোড় থেকে আটক করে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে যে তারা ওই এলাকায় বড় ধরনের ডাকাতির পরিকল্পনা করছিল। পুলিশ জানিয়েছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে খবর পেয়ে আমাদের দল দ্রুত আয়রা বাইপাসের মোড়ে অভিযান চালায়। সেখানে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় ৪ জনকে। তাদের সন্দেহজনক আচরণ লক্ষ্য করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তারা ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল বলে স্বীকার করে। ধৃতদের নাম রানা ঘোষ, ইন্দ্রজিৎ দাস, সঞ্জয় শাহানি, এবং সোমনাথ দাস। এদের বাড়ি কামার্তুবা এলাকায়।পুলিশ তাদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করে একটি দেশি পিস্তল, এক রাউন্ড তাজা গুলি, একটি সাফল ভোজালি এবং একটি কুঁড়োল। শুক্রবার ধৃতদের বারাসাত আদালতে পাঠানো হয়েছে।

কালীপুজো মরশুমে জবা ফুল চাষেই লাক্ষপতি রাকেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সামনেই কালীপুজো। জবা ফুল চাষেই ব্যাপক আয়ের দিশা দেখাচ্ছেন এই তরুণ। সঙ্গে হয়েও যান মালামাল।

দুর্গা পুজোতে যেমন পদ্ম ফুলের চাহিদা থাকে প্রচুর তেমনি কালীপুজোতে জবা ফুল ছাড়া মায়ের পুজো অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই আসল জবা না পেয়ে অনেক সময় কৃত্রিম জবাতেই ভরসা রাখতে হয়। কালীপুজোর আগেই এবার ৭ রকম জবার চাষ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন রায়গঞ্জ পোয়ালতরের বাসিন্দা রাকেশ হালদার। কালীপুজোর সময় মায়ের মালা থেকে শুরু করে পুজোর সমস্ত উপকরণ অর্থাৎ বেলপাতা, আমের পল্লব, দূর্বা, সব কিছুই নিজের জমিতে চাষ করে বিক্রি করছেন রাকেশ। রাকেশ তাঁর দু বিঘা জমিতে হাজার হাজার জবা ফুলের গাছ লাগিয়ে সেই গাছ থেকে ফুল সংগ্রহ করে।

ফুল চাষী রাকেশ জানান, আজ থেকে কয়েক বছর আগে তিনি

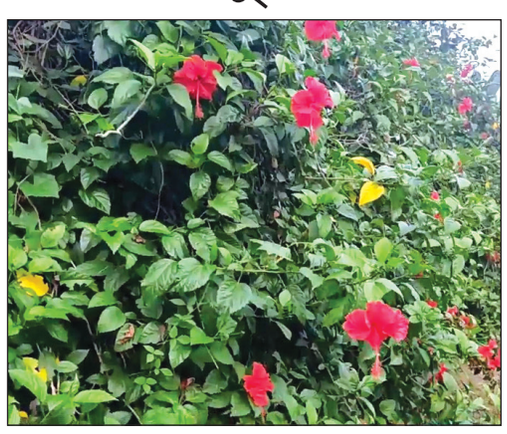

এই জবা ফুল সহ পুজোর সমস্ত উপকরণ চাষ শুরু করেছিলেন পরীক্ষামূলকভাবে। সেই চাষ তার সফল হওয়ায় তিনি এখন কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি মালদহ সহ প্রতিবেশী রাজ্য বিহারেও তার এই জবাফুল সহ সমস্ত পুজোর উপকরণ পাঠাচ্ছে। শুধু তাই নয় কালীপুজোর দিন এইসব অঞ্চলে যত কালীপুজো হয় বেশিরভাগ জায়গাতেই তিনি জবা ফুল দেন। রাকেশ হালদার বলেন, আজ তিনি এই জবা ফুল বিক্রি করে বছরে কয়েক লক্ষ টাকা উপার্জন করছেন। তিনি আরো জানান, তার বাগানে শুধু লাল জবাই নয় ৭ থেকে ৮ ধরনের জবা ফুল এর গাছ রয়েছে। জানা যায় এক একটি ফুলের মালা সে ১৫০ থেকে ২০০ টাকা দামে বিক্রি করে।

রাজ্যে যখন কর্মসংস্থানের আকাল তখন তরুণ–তরুণীদের অনুপ্রেরণা হতে পারে রাকেশ।

নোংরা অবাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনে সৌন্দর্যায়ন নষ্ট হচ্ছে : মেয়র পারিষদ

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পৌর এলাকার ১৪৪ ওয়ার্ডের প্রায় সর্বত্র প্রচুর রাজনৈতিক–সামাজিক–ধর্মীয় অনুষ্ঠানের হোর্ডিং শীত–বর্ষা–গ্রীষ্মে সারা বছরব্যাপী লাগানো থাকে। যদিও দেখা যায় যে, আয়োজকদের সে অনুষ্ঠান বেশ কয়েক মাস পূর্বে হয়ে গেলেও হোর্ডিংটি অনুষ্ঠানের আগেও যেমন উজ্জ্বল রূপে লাগানো ছিল, অনুষ্ঠান পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পাঁচ মাস পরও পূর্বের মতো একই ভাবে মাসের পর মাস হোর্ডিংটি লাগানো রয়েছে। শুধু কেবল পূর্বের জেল্লা রূপে ফ্যাকাসে ছোপ ধরেছে। তবুও খোলা হয় না। হাওয়ায় ছিঁড়ে গিয়ে রাস্তার ওপর ঝুঁলছে। মধ্য কলকাতার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি মীনাদেবী পুরোহিত পৌর বিজ্ঞাপন দপ্তরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারকে অভিযোগ জানান, তাঁর ওয়ার্ডের কমবেশি ৩২টি রাস্তার মধ্যে দিগম্বর জৈন টেম্পেল রোড, কালীকৃষ্ণ টেগোর স্ট্রিট, কালাকার স্ট্রিট, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, নলিনী শেঠ রোড, স্ট্যান্ড রোড আরও বেশ কয়েকটি রোডে দীর্ঘদিন অপ্রয়োজনীয় হোর্ডিং না খোলার কারণে রাস্তার সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে। মেয়র পারিষদের কাছে মীনাদেবী প্রশ্ন এইসব অপ্রয়োজনীয় হোর্ডিংগুলি খুলে ফেলার কোনও রাস্তা আছে কী?

উত্তরে কলকাতা পৌরসংস্থার বিজ্ঞাপন দপ্তরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, ১৯৮০–র কলকাতা পৌর নিগম আইনানুসারে অবাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন যথা–রাজনৈতিক সংগঠন, গণসংগঠন, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনের প্রদর্শনের জন্য পৌর কমিশনারের আগাম অনুমোদনের প্রয়োজন পড়ে না। ফলে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে যেমন, বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ার পর তা সরানো না হলে সিকিউরিটি ডিপোজিট বাজেয়াপ্ত করার

আইন আছে। তেমন কোনও ব্যবস্থা অবাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের জন্য নেওয়া সম্ভব হয় না। সম্ভবত, সেই কারণেই যাঁরা অবাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন লাগান, তাঁরা বিজ্ঞাপনগুলি সরানোর বিষয়ে উদ্যোগ নেন না। কলকাতা পৌরসংস্থার বিজ্ঞাপন দপ্তর বিভিন্ন সময়ে নিজ উদ্যোগে পৌর কোষাগারের অর্থ ব্যয় রাস্তা ধরে ধরে এই অবাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনগুলি সরানোর ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। এখানে বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হওয়ার পরে উল্লেখিত ৬টি রাস্তা থেকে বিজ্ঞাপন সরানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

এ স্থলে বিজ্ঞাপন দপ্তরের মেয়র পারিষদ মীনাদেবী পুরোহিতকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান, এই কারণে যে, তিনি বিজ্ঞাপন সরানো সংক্রান্ত এই প্রসঙ্গটি এখানে উত্থাপন করার জন্য। দেবাশিস কুমার এই স্থলে কলকাতা পৌরসংস্থার বাকি ১৪০ জন পৌরপ্রতিনিধিদের বলেন, আমার মনে হয় বাকি পৌরপ্রতিনিধিরাই যদি সৌন্দর্যায়ন বিষয়ে একটু–আধটু সজাগ–সচেতন হন, তাহলে সকলের মিলিত প্রয়াসে এই কলকাতা শহরের সৌন্দর্যায়ন রক্ষা করা সম্ভব। রাস্তায় দেখা যায়, অগণিত অবাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন, সেগুলো লাগানোর সময় তাঁরা অনুমতি নেন না, যেহেতু পৌর আইনে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। যেহেতু সিকিউরিটি ডিপোজিট থাকে না, তাই তাঁরা এটা খোলার বিষয়ে তাগিদ অনুভব করেন না। পৌরপ্রতিনিধিরা মীনাদেবী পুরোহিতের মতো পৌর বিজ্ঞাপন দপ্তরে জানান, তাহলে বিজ্ঞাপন দপ্তর সেগুলি খুলে ফেলার ব্যবস্থা করবে।

বার্তা

ভগ্নদশা : সদাইপুর থানার জাম্বুনি যাত্রী প্রতীক্ষালয় বর্তমানে ভগ্নদশায় যার চারপাশ ঘিরে রয়েছে আগাছা, ঝোপ জঙ্গল। পোকামাকড়ের উপদ্রব বাড়ছে। ফলে রোদ বৃষ্টিতে খোলা আকাশের নিচে বাস ধরতে হচ্ছে যাত্রীদের। হুঁশ নেই প্রশাসনের।

মাথায় হাত : উমা চলে গেলেও, বর্ষা রয়ে গেছে এখনো কোলকাতায়। কালীপুজোর আগেও প্লাস্টিকে ঢাকা বিকিকিনির বাজার। মানিকতলার কাছে।

থেমে থাক: আসছে বাণ। লক্ষ্মী ছেড়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে সবাই, জাজেস ঘাট।

ছবি : অভিজিৎ কর

পুরস্কৃত : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত ফটিকগাছি পল্লীমঙ্গল সর্বোজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পক্ষ থেকে লক্ষ্মী পুজো উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল যোগা স্পোর্টস কম্পিটিশনের কৃতীদের পুরস্কৃত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন যোগা ট্রেনার নিখিল রঞ্জন মাইতি ও অন্যান্যরা।

ছবি : সঞ্জয় চক্রবর্তী

দুর্ভোগ : বৃষ্টি, কোটাল ও বিভিন্ন ড্যামের জলের ত্রিফলা আক্রমণে টইটুম্বুর আদিগঙ্গা। শুক্রবার দুপুরের হঠাৎ বর্ষণে জলমগ্ন কালীঘাট মন্দির সংলগ্ন এলাকা। মনে করিয়ে দিচ্ছে প্রতিপদের রাতে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে হওয়া মেঘভাঙা বৃষ্টিকে।

বেহাল বেহালা: শুক্রবার দুপুরের কিছুক্ষনের বৃষ্টিতে জলমগ্ন বেহালার ১৪ নম্বর সংলগ্ন রাস্তা।

ছবি : অরুণ লোধ

চিরঞ্জীব এবার সংসদ ছেড়ে যাদবপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট এ রাজ্যের অন্তত যে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের সবুজ সংকেত দিল, তাতে দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম রয়েছে। দীর্ঘ ২ বছরেরও বেশি সময় বাদে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ভিসির আসনে বসতে চলেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই সায়েন্স বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও সহ–উপাচার্য এবং বর্তমানে রাজ্যের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতি ড. চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ১৬ আগস্ট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন এই সহ–উপাচার্য পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি উচ্চ মাধ্যমিক

শিক্ষা সংসদের তৎকালীন সভাপতি অধ্যাপিকা ড. মহুয়া দাসের স্থলাভিষিক্ত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. ভট্টাচার্যের ৪ বছর দেড় মাসের সময়কালে রাজ্য সরকারের অনুমোদনে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ২০২৪–২৫ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে এবং ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে দ্বাদশ শ্রেণিতে স্কুলস্তরে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম সেমিস্টার পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যালয় শিক্ষা ক্ষেত্রে সংসদ এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যার দ্বাদশ শ্রেণির তৃতীয় সেমিস্টারের ফলাফল আগামী ৩১ অক্টোবরের পরপরই কোনও একদিন প্রকাশিত হবে।

এদিকে, উচ্চ মাধ্যমিকে প্রতিটি সেমিস্টারে ৬ মাস ক্লাস হওয়ার কথা। আগামী বছর রাজ্যে অষ্টাদশ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন শুরু হবে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি। সেজন্য উচ্চ মাধ্যমিকের চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষা আগামী বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে। যদিও সিবিএসির আগামী বছরের দ্বাদশ শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষা শুরু হবে ১৭ ফেব্রুয়ারি চলবে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত। তাহলে সেদিকে লক্ষ্য রেখে এ রাজ্যে দ্বাদশ শ্রেণির চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষা এতোটা এগিয়ে আনা আবার সরকারি বিদ্যালয়, সরকারি পোষিত বিদ্যালয় ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকাদের বক্তব্য ইত্যাদি সরকারি ছুটি থাকায় বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণির চতুর্থ সেমিস্টারের ক্লাস সব মিলিয়ে ৭৫ দিনও হওয়া ভীষণ রকম কষ্টকল্পনা। কারণ, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে মিলিয়ে শারদোৎসবে ২৯–৩০ দিন ছুটি। নভেম্বরের ৩ থেকে ১৩ নভেম্বর রাজ্যের সব বিদ্যালয়ে মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষা হওয়ার কথা। নভেম্বরের শেষ থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন। ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ২৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর রাজ্যের অধিকাংশ স্কুলেই ছুটি থাকে। আগামী জানুয়ারি মাসের ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে নিয়মিত ক্লাস হয় না, ২৩ জানুয়ারি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন ও সরস্বতী পুজোর জন্য ২ দিন ক্লাস ছুটি ও ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন নিয়মিত ক্লাস হয় না। তাহলে একাদশ শ্রেণির দ্বিতীয় ও দ্বাদশ শ্রেণির চতুর্থ সেমিস্টারের এতো গুরুত্বপূর্ণ সিলেবাস শেষ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কমপক্ষে আড়াই মাস ক্লাস হওয়া নিয়ে জোর সংশয়ে রয়েছে রাজ্যের সরকারি, সরকারি পোষিত ও অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকশিক্ষিকারা। কারণ রাজ্যের বহু বিদ্যালয়ের যেমন ক্লাস ঘরের সমস্যা আছে তেমন শিক্ষকশিক্ষিকার ভীষণরকম অভাব। মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষার সময়ে একাদশ দ্বাদশের ক্লাস করানো অসম্ভব। অনলাইন ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের পাওয়া প্রবল সমস্যার। এই অবস্থায় একাদশ দ্বাদশের গুরুত্বপূর্ণ সিলেবাস শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দ্বাদশ শ্রেণিতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রশ্ন করবে। তাই ওরা জানবে কীভাবে কোন বিদ্যালয়ে কোন বিষয়ে কতটা ক্লাসে পড়ানো হয়েছে? ভুগতে হবে চলতি শিক্ষাবর্ষের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকঅভিভাবিকাদের, আগামী বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি চতুর্থ সেমিস্টারে সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক ও বর্ণনাধর্মী প্রশ্নাবলিতে লিখিত পরীক্ষায়।

ল্যাম্পপোস্ট ব্যবহার করা যাবে না : মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা পৌর এলাকার ১৪৪টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে এক শ্রেণির অসাধু কেবল্ টিভি ও ব্রডব্যান্ড অপারেটররা আকাশ চুরি করছেন। এই বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা কেন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না? এ প্রশ্ন তুলেছেন, পৌর শাসক দলের পৌরপ্রতিনিধি। ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে জানান, চলতি বছরের ২৯ জানুয়ারি কলকাতা পৌরসংস্থার আলোকায়ন ও বিদ্যুতায়ন দফতরের মেয়র পারিষদ সন্দীপ রঞ্জন বক্সির এক লিখিত নির্দেশে জানিয়ে ছিলেন যে, 'কলকাতা শহরে সমস্ত কেবল্ লাইন আন্ডারগ্রাউন্ড ডাক্টের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কোনও ভাবেই 'ওভারহেড কেবল্ ব্যবহার করা যাবে না। তা সত্ত্বেও কেন 'আকাশ চুরি হচ্ছে? এর ফলে কলকাতা শহর যেমন কেবল্ তারের জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল। তেমন জঙ্গলই হয়ে রইল।

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার আলোকায়ন ও বিদ্যুতায়ন দফতরের মেয়র পারিষদ সন্দীপ রঞ্জন বক্সি বলেন, কলকাতা পৌর এলাকার বিশেষ কিছু কিছু জায়গায় ভূগর্ভস্থ কেবল্ ডাক্ট তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। যেখানে যেখানে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে, দক্ষিণ কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড, হরিশ মুখার্জি রোড, বেলভেডিয়ার রোড, জাজেস্ কোর্ট রোড। বেকার রোড এখানে কেবল্ টিভি ও

ব্রডব্যান্ডের অপারেটররা তাদের লাইনগুলি ডাক্টে"র মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থা ধাপেধাপে এই ডাক্ট তৈরি করছে। তাতে কলকাতা পৌর এলাকা জঙ্গল রাজ থেকে মুক্ত হবে।

বিশ্বরূপ দে অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আমার প্রশ্নটা হল, ডাক্ট থাকা সত্ত্বেও কিছু অসাধু কেবল্ ব্যবসায়ী আকাশচুরি করছে। এই অসাধু কেবল্ ব্যবসায়ীরা খরচ কমাতে আকাশচুরি করছে। কারণ ডাক্ট দিয়ে কেবল্ নিয়ে যেতে গেলে তাদের খরচ বেড়ে যাচ্ছে। আপনি যদি এদিকটায় একটু নজর দেন।

উত্তর সন্দীপ বক্সি বলেন, যেসব রাস্তায় ইতিমধ্যেই ডাক্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে, সেখানে যারা কেবল্ টিভির ব্যবসা করে বা ব্রডব্যান্ড অপারেটররা ডাক্ট দিয়ে কেবল্ লাইন নিয়ে যাচ্ছে। তবে সমস্ত জায়গায় এখনো ডাক্ট তৈরি করতে পারা যায়নি। যেসব রাস্তায় ডাক্ট তৈরি হয়েছে, সেখানে ডাক্ট দিয়েই লাইন বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। এখনও বেশ কিছু রাস্তায় ডাক্ট তৈরি বাকি আছে কিন্তু কারণবশত। সেখানে ডাক্ট তৈরি হলে তা দিয়েই কেবল্ লাইন আনা হবে। তবে উত্তর কলকাতার কোনও রাস্তাতেই এখনও ডাক্ট তৈরি কাজ শুরু করতে পারা যায়নি। আসলে এ কাজটা খুবই ধীরে তালে হচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থা নিজের পয়সা খরচ করে কেবল্ ডাক্ট তৈরি করছে। তবে একসঙ্গে সারা কলকাতা জুড়ে করা সম্ভব নয়। আস্তে আস্তে সবটা হবে।

মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তরে বলেন, আমরা আমাদের ১০০ শতাংশ ল্যাম্প পোস্ট কেবল্ অপারেটরদের ব্যবহার করতে দেবো না। যেসব রাস্তায় ডাক্ট তৈরি হয়েছে। সেখানে কেবল্ ডাক্ট দিয়েই লাইন নিয়ে যেতেই হবে। আসলে কিছু কেবল্ অপারেটররা আমাদের পৌরপ্রতিনিধিদের সঙ্গে 'ব্ল্যাকমেল্ করে। কেবল্ দেবো না ইত্যাদি অজুহাত দেখায়। এক অপারেটরে অসুবিধা হলে, আপনারা অপারেটর পরিবর্তন করে নিন। ডাক্ট দিয়ে কেবল্ আবশ্যিক রূপে নিয়ে যেতেই হবে। কারণ এরকম ভাবে 'মনপলি' অধিকার হতে পারে না। আসলে যেখানে ফুটপাথ চওড়া পাওয়া গেছে, সেখানে আগে কাজ হচ্ছে। এভাবে সারা কলকাতায় অপ্রশস্ত ফুটপাথেও ডাক্ট তৈরি হবে বলে মহানাগরিক জানান।

ভেজা পুজোয় অভিযানে হোঁচট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দুর্গোৎসবের মরশুমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দক্ষিণ কলকাতার গোলপার্ক থেকে গড়িয়াহাট এলাকায় 'ফুড সেফটি ড্রাইভ' সেই যে বাতিল হল, সারা দুর্গোৎসবে আর কোনও 'ফুড সেফটি ড্রাইভে'র আয়োজন হল না। উত্তর কলকাতার হেদুয়া থেকে হাতিবাগানে দুর্গোৎসবের মরশুমে কিছু অভিযান হলেও দক্ষিণ কলকাতা পুরোটাই ফাঁকা রয়ে গেল। কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের আওতাধীন 'ফুড সেফটি ডিপার্টমেন্টে'র আধিকারিকরা এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। ফলে ২০২৫–এর দুর্গোৎসবে প্রতিমা আলো মণ্ডপ দর্শনে বেরিয়ে দর্শনার্থীরা কোন মানের খাবার খেয়েছে তা তারাই জানে। নিয়ম করে প্রতিবছর দুর্গোৎসবের আগে থেকে লক্ষ্মীপুজো হয়ে কালীপুজো ভাইফোঁটা পর্যন্ত এই অভিযান চলে। মূল কলকাতার বিভিন্ন রেস্তোরাঁ, ফুড স্টল, ফুটপাথের খাবার দোকান থেকে সংগৃহীত খাবারের নমুনা মোবাইল ল্যাবে সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করে নির্ভেজাল কী ভেজাল আছে তা বলে কলকাতা পৌরসংস্থার ফুড সেফটি অভিযান বেরনো আধিকারিকরা। কিছু নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন বড়ো ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করার জন্য। নিয়মানের খাবার বিক্রেতার খাবার বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে আসেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সতর্ক করেন। জরিমানাও করে থাকেন। তবে এবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে 'ফুড সেফটি ড্রাইভ' ঠিক মতো করা হয়ে ওঠেনি। তবে কলকাতার ১৬টি বরোতে কিছু 'ফুড সেফটি অভিযান এবার হতে পেরেছে বল কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে জানা যায়।

সবুজ আতশবাজির বাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কালীপুজো সঙ্গে দীপাবলি আগে পরিবেশবান্ধব সবুজ আতশবাজি কলকাতাবাসীর হাতে তুলে দিতে ১৪ অক্টোবর থেকে কলকাতা পৌর এলাকায় ৪টি বাজি বাজার বসবে। মধ্য কলকাতার শহীদ মিনার চত্বর সংলগ্ন মাঠ,

উত্তর কলকাতার টালা প্রত্যয় ময়দান, দক্ষিণ কলকাতার বেহালা–চৌরাস্তার ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল মাঠ এবং পূর্ব কলকাতার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস লাগোয়া কালিকাপুর মাঠে ২০ অক্টোবর দীর্ঘ ৭ দিনব্যাপী এই বাজি বাজার চলবে। এবিষয়ে আলোচনার জন্য বাজি ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বৈঠকে আজ ১০ অক্টোবর বাজিবারের নিরাপত্তা–নিয়মাবলি চূড়ান্ত করা হয়েছে। কলকাতার লালবাজার পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরাও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে প্রতিটি বাজারে আনুমানিক ৫০টি দোকান থাকবে। তবে টালা বাজারের উদ্যোক্তা জানিয়েছেন সেখানে ৪৪টি দোকান বসবে। এদিকে, এবারই প্রথমবার সম্পূর্ণ রূপে মহিলা পরিচালিত সবুজ বাজিবাজার বসবে উত্তর কলকাতার বাগবজার সর্বজনীন দুর্গাপুজোর মাঠে। বিকেল ৪টে থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত এই বাজারে মেয়ে–মহিলারাই বাজি বিক্রির কাজে যুক্ত থাকবে অগ্নিসুরক্ষার নিয়ম মেনে। এছাড়াও সব বাজির প্যাকেটের গায়ে থাকা নিরি'র কিউআর কোড যাচাই করা হবে। প্রত্যেক বাজির বক্সের গায়ে নিরি'র লোগো থাকে। এভাবেই সবুজ আতশবাজি চিহ্নিত করতে পারেন। বাজিবাজারে বিল দেওয়া হবে।

জানা-অজানা সফরে

কৈলাশ মানস সরোবর যাত্রা

মাধব মুখার্জী

বাবা মহাদেবের কৃপায়, অনেক দিনের আশা কৈলাশ মানস সরোবর দর্শন পূর্ণ হল। ৬ সেপ্টেম্বর রাত্রি ১২ টায় কাঠমান্ডু এয়ারপোর্ট এ স্কাই হুইলস ট্রাভেলসের পক্ষে একজন এসে আমাদের হোটেলে নিয়ে এলেন।

পরের দিন সকালে পশুপতিনাথ দর্শন করে আমাদের গাড়ি চললো কোদারী বর্ডারের দিকে। তাতোপানিতে রাত্রিবাস। সকালে ব্রেকফাস্ট করে কোদারী বর্ডারে এলাম। কোদারী বর্ডার হল নেপাল ও চীনের মধ্যকার একটি স্থল সীমান্ত এলাকা, যা প্রধানত কৈলাশ মানস সরোবরের যাত্রার জন্য ব্যবহৃত হয়।

বর্ডার পাস হতে ৬ ঘণ্টা মত সময় লাগলো। বর্ডার পাস হয়ে চীনের নাইলেন এ রাত্রিবাস। সকালে ওঠে ব্রেকফাস্ট করে চীনের সাগা টাউনে, মাঝে অজানা একটি লেকের কাছে লাঞ্চ করলাম। সাগাতে পরিবেশের সঙ্গে এক্সজেস্ট হওয়ার জন্য একদিন বেশি রেখেছিল। পরের দিন সকালে

মানস সরোবরের দিকে গাড়ি চলল।

এখানে গাড়ি পাল্টাতে হয় তাই সবাই গাড়ি থেকে নেমে অন্য গাড়িতে ওঠে পড়লাম। মানস সরোবরের তীরে গাড়ি থামলো। এই মানস সরোবর থেকে প্রথম কৈলাশ পর্বতের দর্শন হল। সবাই জলে নামলো, জল মাথায় নিল। এখানে স্নান করতে দেয় না।

মানস সরোবরের গেস্ট হাউসে রাত্রিবাস করে, সকালে ওঠে ফ্রেশ হয়ে, মানস সরোবর তীর্থে পুজো পাঠ করা হল। তারপর দারচেনের হোটেলে উঠি। ২ ঘণ্টা রেস্ট নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম অষ্টপদ, এখন থেকে কৈলাশ ও নন্দী মহারাজের দর্শন পাওয়া যায়। পরের দিন বড় ব্যাগ হোটেলে রেখে, একটি পিঠ ব্যাগ নিয়ে (শুকনো খাবার, জল ওষুধ, অক্সিজেন ক্যান, রেনকোট, স্টিক) তিনদিনের জন্য কৈলাশ পর্বত পরিক্রমার জন্য বেড়িয়ে পড়লাম। গায়ে ভালোরকম গরম পোশাক চাপিয়ে। সঙ্গে রাখতে হবে সান্সক্রীম, লিপ গার্ড, সানগ্লাস, হ্যান্ড গ্লাভস, টুপি। যম দুয়ার পেরিয়ে ট্রেক শুরু হল। প্রথম দিন টেক ১২ কিলোমিটার রাত্রিবাস দীরাপুক, তাপমাত্রা ১/২ ডিগ্রি। দীরাপুক থেকে কৈলাশ পর্বত ভালো দর্শন হয়। দ্বিতীয় দিন ট্রেক ২৪ কিলোমিটার সব চেয়ে কঠিন ট্রেক দোলমা পাস (১৮৬০০ ফিট)। এই দোলমা পাস থেকে গৌরিকুন্ডু দর্শন করা যায়। রাস্তা বলে কিছুই নাই, বড় বড় পাথর পড়ে আছে রাত্রিবাস জুথুলপুক। মানস সরোবর, দীরাপুক ও জুথুলপুক–এ শৌচাগার নেই, বাইরে গিয়ে বোতলে জল ও টিসুপেপার নিয়ে কাজ চালাতে হবে। তৃতীয় দিন ৪ কিলোমিটার ট্রেক করে নীচে নেমে এসে কপূর ও ধূপ দিয়ে আরতি করে পরিক্রমা শেষ করা হল। তারপর গাড়ি করে সাগা হোটেলে ব্যাগ নিয়ে ফেরার পালা, পরের দিন নাইলেম ও বর্ডার পেরিয়ে কাঠমাণ্ডু হোটেল। ১৮ সেপ্টেম্বর কাঠমাণ্ডু থেকে কলকাতা উদ্যেশে পাড়ি দিলাম। হর হর মহাদেব।

দশমীতে দুর্গা পুজো শুরু খাদিমপুরে

তপন চক্রবর্তী, কালিয়াগঞ্জ : দশমীর বিসর্জনের বিষাদের মধ্যে দিয়েই অন্য দুর্গা বলাই চণ্ডীপূজায় শুরু হল উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ মহকুমার হেমতাবাদ ব্লকের কমলাবাড়ির খাদিমপুর গ্রামে। খদিমপুর গ্রামের ১০ হাজার পরিবারের মিলিত উদ্যোগে ২ অক্টোবর গভীর রাত থেকে শুরু হয় পুজো। পূজা কমিটির সভাপতি রমেন বর্মন বলেন, 'এই পূজা চলে ৪ দিন ধরে। ২ অক্টোবর শুরু হয়ে শেষ হয় ৫ অক্টোবর ভোরে। গ্রামের মানুষের মঙ্গল কামনায় ৫০০ বছর ধরে গ্রাম বাসীদের দানের অর্থে এই পূজা হয়ে থাকে।'

বলাইচণ্ডী মায়ের দশ হাত থাকেনা থাকে চার হাত। এছাড়াও থাকেনা অসুর ও মহিষাসুর। মন্দিরের পুরোহিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন, '৫০০ বছর আগে ভয়াবহ দুর্যোগের রাতে প্রচুর ফসল ও ঘরবাড়ির ক্ষতি হয়। প্রচুর মানুষ মারা যায়। তাই দশমীর রাত থেকে এই পূজা শুরু হয়েছিল। মাকে কলার ছড়ি ও ডালা মানত হিসাবে দেওয়া হয়। বট পাকুর ঘেরা প্রাচীন মন্দিরে রেখে দেওয়া হয় মূর্তি। পূজার তিন দিন ২০০ টি পাঠা ও পায়রা মিলিয়ে মাকে উৎসর্গ করা

হয়।' পূজা কমিটির কর্ণধার সারস চন্দ্র বর্মণ বলেন, 'এই পূজায় বাইরে থেকে চাঁদা আদায় করতে হয়না। বসে মেলা, হয় যাত্রা গানের আসর।'

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে রেইন মেইন বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের ৪২ তম দুর্গা পুজো।

বাঙালিরা দুর্গাপুজোয় মেতে উঠেছিল আমেরিকাতেও। উমা পূজিতা সেখানেও।

বাংলাদেশের ঝিনাইদহ জেলার কাদিরডাঙায় সর্বজনীন দুর্গাপুজোর প্রতিমা।

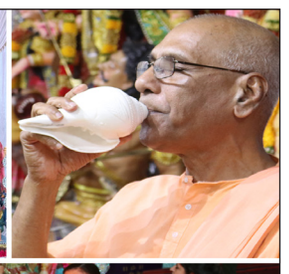

ফিজি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের দুর্গাপূজোয় সপরিবার উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় হাই কমিশনার সুনীত মেহতা ও বরিষ্ঠ অধিকারীগণ। মেহতাজী নিজ হাতে একটি অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করে রাবণের কুশ পুত্তলিকা দহণ করেন। ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত বিবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিদিন অনুষ্ঠানে বহু মানুষের সমাগমে আশ্রম আনন্দ মুখরিত হয়ে ওঠে। পূজা পাঠ, কথা প্রবচন, শঙ্খবাদন, উলুধ্বণী, ঢাক বাদন, ভারতীয় পারম্পরিক পোষাক এছাড়াও ধুনচি নাচ প্রতিযোগিতার আয়োজিত হয়। অন্তিম ক্ষণে উপস্থিত মায়েরা জগজ্জননী মাকে সিন্দুর দান করে নিজেরা সিন্দুরখেলার পরম্পরাকে বজায় রেখে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। প্রতিদিন চলে ভোগ বিতরণ। ফীজী ভারত সেবাশ্রমের প্রধান স্বামী সংযুক্তানন্দ মহারাজ সমগ্র পূজা পরিচালনা করেন। ফিজির আশ্রম হয়ে উঠেছিল এক টুকরো বাংলা।

বেহালা পোড়া অশ্বথতলায় জয়ন্ত চৌধুরীর বাড়ির দূর্গা পূজা ৫০ বছরে পড়ল। অর্ধ শতাব্দী ধরে তিনি নিজেই এই পুজোর পুরোহিত।

গড়িয়া রবীন্দ্রনগরের লস্করপুরে বিবেকানন্দ মিত্রের বাড়িতে ধুমধানের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল ৮ম বর্ষের দূর্গা পূজা।

মহানির্বান রোডে দিলীপ দাসের বাড়ির ৩য় বর্ষের মাতৃ আরাধনা।

চেতলায় মহিনী ভবনে মায়ের আরতি।

ঐতিহ্য মেনে ২টি নৌকায় করে উমাকে বিদায় জানালো শোভাবাজার রাজবাড়ি।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি মনসাতলায় সন্তোষ রাম ব্রহ্মচারি আশ্রমে প্রথম শুরু হল শ্রীশ্রী দূর্গা আরাধনা।

পুরুলিয়ার চাকলতোড়ে ছাতাপরব মেলা

সুখেন্দু হীরা

তুমি (পুরুষ) যদি অযোধ্যার শিকার পরবে না যাও, তবে তুমি মাঝি নও।
তুমি (মহিলা) যদি চাকলতোড়ের ছাতা পরবে না যাও, তবে তুমি মাঝি নও। – সাঁওতালি প্রবাদ

বাঁকুড়া থেকে গাড়ি ছুটে চলেছে। সাড়ে তিনটের মধ্যে পুরুলিয়ার চাকলতোড় পৌঁছাতে হবে। ঘড়িতে এদিকে দেড়টা বেজে গেছে। সাড়ে তিনটের সময় রাজা মহাশয় ছাতা তুলবেন। পুরুলিয়া শহর পেরিয়ে, কংসাবতী নদী ছাড়িয়ে দামদা মোড় থেকে বড়বাজার যাওয়ার রাস্তায় আটকে গেলাম টামনা রেলগেটে। তাও রক্ষে বিশ্বকর্মাপূজা বলে রাস্তায় বিশেষ যানজটে পড়তে হয়নি। রেলগেটেও অল্পক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে হল। তারপর চাকলতোড় মোড়, এখান থেকে দুটো রাস্তা কেটেছে, বামদিকে গেছে কেন্দা, আর ডানদিকে বড়বাজার।

আমাদের ডানপন্থী হতে হবে, কাউকে বলে দিতে হল না। পথের পরিবেশ বলে দিল এই ডান দিকের পথে চাকলতোড়ের মেলা। বাস, টোটো, অটো, মোটর সাইকেল বুঝিয়ে দিচ্ছে আপনাকে এই দিকে যেতে হবে। ছোটো ছোটো ঢোল নিয়ে চলেছেন ঢোলক বিক্রেতা। ভ্যানে বাঁশ, ত্রিপল, অন্যান্য পণ্য নিয়ে চলেছেন বিক্রেতারা। জনস্রোত চাকলতোড় বাজার ছাড়িয়ে বামদিকে মাঠে নেমে যাচ্ছে। একটা মেঠো পথ আছে। মেঠো পথের ধারে গাড়ির মেলা লেগে গেছে; দুইচাকা, তিনচাকা, চারচাকা।

আমরা গাড়ি মাঠের জিম্মায় রেখে যে দিকে জনস্রোত, সে দিকে হাঁটা লাগালাম। তখন ঠিক সাড়ে তিনটে বাজে। প্রচুর দোকানপাট কিন্তু ছাতা তো দেখতে পাচ্ছি না। মেঠো পথ ধরে আরেকটা উঁচু কাঁচা রাস্তায় উঠলাম। তখনও চোখে পড়ছে শুধু মেলার পসরা আর কালো মাথা। এক দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলাম ছাতা কোথায় তোলা হবে?

সামনে ওই যে সোনাঝুড়ির জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, তার পিছনের মাঠে।

আমরা দ্রুত হাঁটা লাগলাম। মনে হচ্ছে ছাতা তোলা হয়ে গেছে। বামে সোনাঝুড়ির জঙ্গলে কিছু লোকের জটলা। ব্যাগ, পিপে, বোতল, গেলাস। বুঝতে অসুবিধা হল না এখানে গাছের আড়ালে বসেছে আদিবাসীদের দেশীয় পানীয় হাড়িয়া। ইচ্ছে মতো গিয়ে গলা ভিজিয়ে আসা যাবে। ডানদিকের ফাঁকা মাঠে মূল মেলা। প্রচুর দোকানপাট। অনেক দোকানের মাথায় অলচিকি লিপিতে

লেখা পোস্টার, সাইনবোর্ড। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কিসের দোকান। কাছে গিয়ে উঁকি মারার ঝুঁকি নিচ্ছি না। যদি ছাতা মাঠে ছাতা তোলা হয়ে যায়।

জঙ্গলের পিছনে লম্বাটে বিশাল ফাঁকা মাঠ। মাঠের মাঝখান দিয়ে হাই টেনশন বৈদ্যুতিক তার গিয়েছে। বাম দিকে সবাই হেঁটে চলেছে। আমরাও পা মেলালাম। অবশেষে মাঠের শেষে প্রায় তিনটে চল্লিশ নাগাদ ছাতা তোলার স্থানে হাজির হলাম। ছাতার দণ্ড তখনও মাটিতে শোয়ানো আছে, মাথায় ছাতা লাগেনি। বুঝতে পারলাম এখনও ছাতা তোলা হয়নি। আমরা সবাই হাঁপ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

একটু পরেই আবার হতাশ হলাম! যখন ছত্রদণ্ডের গোঁড়ায় বসা পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করলাম, ছাতা কখন তোলা হবে? পুরোহিত শান্তিরাম অধিকারী জানালেন, বিকাল চারটে ছাপ্পান্নর মধ্যে। তার মনে চারটে ছাপ্পান্নতেই তোলা হবে। মানে প্রায় পাঁচটা, এখনও সোয়া ঘন্টা সময়। একটু মেলা ঘুরে আসি, কিন্তু তার মধ্যে যদি তুলে দেয়! ভিড়ের মধ্যে যদি দ্রুত আসতে না পারি! থাক আমরা এখানেই অপেক্ষা করি। সাড়ে তিনটে সময়টা ঘোষণা করা হয়েছিল যাতে লোকজন আগে থেকেই জড়ো হয়, মেলার ভিড় বাড়ে ইত্যাদি ইত্যাদি।

পুরোহিত ছাতার গোড়ায় রঘুনাথের পূজা করছেন। ফুল নেই শুধু বেলপাতা! রুক্ষ মাটিতে ফুল পাবে কোথায়? দক্ষিণা দিলে পুরোহিত চিড়েও গুড় মিশ্রিত প্রসাদ হাতে তুলে দিচ্ছেন। শুধু তাই নয়, সবাই এসে মাঠ থেকে ঘাস ছিড়ে ছাতার দণ্ডের গায়ে দিয়ে প্রণাম করছে। কেউ হাত জড়ো করে, কেউ মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে। এই আদিম লৌকিক আচার আগে কখনও দেখিনি। আমাদের এক সঙ্গী শুভম মুখোপাধ্যায় বলল, 'বৈদিক ও লৌকিক আচার এক হয়ে গেছে!'

ছাতা তোলার জায়গায় একটা মাচা মতো করা হয়েছে। তার নীচেই পুজোর ব্যবস্থা। মাচার গায়ে পুরনো শাল কাঠের টুকরো ঠেস দিয়ে রাখা। এটি আগেকার শাল গাছের অংশ। ছাতার দণ্ড আসলে লম্বা শাল গাছের কাণ্ড। কাণ্ডে দুটি মোটা দড়ি বাঁধা। এই দড়ি ধরে টেনে তোলা

হবে। রাজা কি টানবেন? না রাজা এসে অনুমতি দেবেন, অন্যরা তুলবেন।

মাঠে গিয়ে দেখা হয়ে গেল বাঁকুড়া জেলার পাঁচালের দেবাশিস মুখার্জির সঙ্গে। দেবাশিসবাবুরা পাঁচালে একটি লোকসংস্কৃতি মিউজিয়াম গড়ে তুলেছেন। দেবাশিসবাবু এবং তাঁর বন্ধুরা আজ সকালের রূপসী বাংলা ধরে এসেছেন। পুরুলিয়া নেমে বাসে এসেছেন। ফিরবেন টামনা স্টেশন থেকে আদ্রা চক্রধরপুর ধরে। রাত আটটায়। দেবাশিসবাবুর বন্ধুরা গোল হয়ে বসে আছেন।

এখনও অনেক সময় বাকি, আমরাও ছাতার সামনে ঘাসের ওপর বসে পরলাম। দেবাশিসবাবু কোনও আদিবাসী মেলা বাদ দেননি। এখানেও আগে এসেছেন, কিন্তু ছাতা তোলা দেখেননি। দেরি হয়ে গিয়েছিল। ঝাড়গ্রামের কানাইসর পাহাড়ের মেলা চেনা মেলা। ঝাড়খণ্ডের লঘুবুরুর মেলা খুব বড় মেলা। আদিবাসীদের কুম্ভমেলা। এই সব আদিবাসী মেলার গল্প শুনলাম।

সময় কাটাতে লোকজনের সঙ্গে কথা বলছি। দুই আদিবাসী ভদ্রলোক, দুজনেই তীর ধনুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বোঝা যাচ্ছে মেলাতেই কিনেছেন। ধনুক নিয়েছে ৩০০ টাকা, আর তীর গুলো ৭৫ টাকা করে। দুজনেই দরদাম করে ৬০০ টাকা দিয়ে চারটে তীর ও একটি করে ধনুক কিনেছেন।

পাশ থেকে এসে একজন আমাদের কথোপকথনে যোগদান করলেন। পরনে আদিবাসী জাতীয় পোশাক, মাথার শিরবস্ত্রে ময়ূরের পেখম। ভদ্রলোকের নাম বাসুদেব টুডু, বাড়ি মানবাজার। ভদ্রলোকের থলে থেকে বাঁশি ও কেন্দরি উঁকি মারছে। বললেন যখন মন চাইবে তখন বাজাব।

সত্যি সত্যি ওনার মন চাইলো। হাতে কেন্দরি তুলে নিলেন। শোনালেন আদিবাসী গান। জানালেন আদিবাসী সংগীতেও সারেগামার মত স্বরলিপি আছে। আগেভাগে মেলা মাঠে এসে এটাই লাভ হল।

হঠাৎ শোরগোল, কী ব্যাপার? রাজা এলেন বুঝি? না না ছাতা এসেছে। সাদা কাপড়ে মোড়া বাঁশের ছাতা। ওপর দিকটা সমতল, নীচ থেকে উত্তল হয়ে উঠছে। ওড়িশা ঘরাণায় এরকম ছাতা দেখা যায়। এ অঞ্চলের সঙ্গে উৎকল সংস্কৃতির যোগ সর্বজন বিদিত। মানভূমি ছিল সুবা উড়িষ্যার অংশ।

হলুদ পোশাকে ছাতা কাঁধে একজন, আর সামনে একজন, আর পাশে একজন, এই তিনজন মিলে ছাতার দণ্ডকে তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর ছাতা শাল দণ্ডের মাথায় বাঁধা হল। ঘড়িতে তখন সাড়ে চারটে মাঠ পুরো লোকে লোকারণ্য। এরপর শুধু রাজা আসার অপেক্ষা।

রাজার আসতে দেরি আছে। এই সুযোগে একটু রাজার গল্প করে নিই। এখানে রাজা মানে চাকলতোড়ের রাজা। চাকলতোড় ছিল পুরুলিয়ার পঞ্চকোট রাজাদের কাঁসাইপার পরগনার সদর। চাকলতোড় কাঁসাই নদী পেরিয়ে আসতে হল। চাকলতোড়ের রাজাদের কথা জানতে হলে একটু পাঁচেট বা পঞ্চকোট রাজবংশের কথা জানতে হবে। আমরা বেশি পিছোব না। আমরা শুরু করব মহারাজ শত্রুঘ্ন শেখরকে দিয়ে।

মহারাজা শত্রুঘ্ন শেখর ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দে গরুড় নারায়ণ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। শত্রুঘ্ন শেখরের চার রানি। বড়রানির চারপুত্র– ভীষ্মলাল, বা ভীখমলাল, ফতেলাল, প্যারীলাল, কানাইলাল। মেজো রানির একপুত্র – অনন্ত লাল। সেজো রানির পাঁচপুত্র – আনন্দলাল, মোহনলাল, জগমোহনলাল, ব্রজমোহনলাল, শ্যামলাল। ছোটো রানির দুইপুত্র কাঞ্চনলাল ও কুঞ্জলাল।

জ্যেষ্ঠপুত্র ভীখমলালের বয়স যখন মাত্র ৩১ বছর তখন তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠপুত্রের বংশধারাকে স্বীকৃতি দিতে শত্রুঘ্ন শেখর ভীখমলালের নাবালক পুত্র মণিলালকে রাজটীকা প্রদান করলেন। ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে শত্রুঘ্ন শেখর মারা গেলে নানা ঘটনা ক্রমের মধ্যে দিয়ে মোহনলাল সিংহাসনের দখল নেন এবং মণিলাল ছাতনা রাজার আশ্রয় লাভ করেন। পরে মুর্শিদাবাদের নবাবের সাহায্যে মণিলাল রাজত্ব ফিরে পেলেও কাকার সঙ্গে তার লড়াই চলতে থাকল। অবশেষে পঞ্চকোট রাজ্যের সামন্ত রাজারা এবং প্রতিবেশী নাগপুর ও রামগড়ের রাজাদের হস্তক্ষেপে পঞ্চকোট রাজ্য দু'ভাগে ভাগ হয়। মণিলাল কাশীপুরের কাছে রামবনীর জঙ্গল কেটে নতুন রাজধানী নির্মাণ করেন। আর মোহনলাল অযোধ্যা পাহাড়ে রাজধানী স্থাপন করেন।

১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে মোহনলালের মৃত্যু হয়। মোহনলাল অপুত্রক ছিলেন। মোহনলালের বৈমাত্রেয় ভাই অর্থাৎ শত্রুঘ্ন শেখরের ছোটো রানির বড় ছেলে কাঞ্চললাল দাবী করেন তাঁর পুত্র বাহাদুরলালকে মোহনলাল দত্তক নিয়েছেন। তাই পঞ্চকোটের অর্ধাংশ বাহাদুরলালের প্রাপ্য। মণিলাল আপত্তি করলেন। মামলা কোম্পানির দরবার পর্যন্ত পৌঁছায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হুকুম অনুসারে মনিলাল পুরো পঞ্চকোট রাজ্যপায় এবং কাঞ্চনলাল পায় খোরপোষ।

১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে মণিরাম রঘুনাথ নারায়ণ উপাধি নিয়ে গোটা পঞ্চকোট রাজত্বের রাজা হন এবং কাঞ্চনলালকে খোরপোষ বাবদ কাঁসাইপার পরগনা প্রদান করেন। তখন কাঞ্চনলাল চাকলতোড় গ্রামে গড় নির্মান করে বসবাস করতে থাকেন। ভাগ্যের পরিহাস কাঞ্চনলালের একমাত্র পুত্র বাহাদুরলাল মাত্র ১৭ বছর বয়সে মারা গেলে, কাঞ্চনলাল মনিলালের দ্বিতীয় পুত্রকে দত্তক নেন। চাকলতোড়ের রাজারা প্রকৃত পক্ষে মণিলালেরই বংশধারা। রাজপরিবারের বর্তমান প্রতিনিধি অমিত লাল সিংহ দেও আগে পালকি চড়ে এখন গাড়ি চড়ে আসেন ছাতা তুলতে।

ছাতা কে তুলবেন, তার হদিস পাওয়া গেল। কিন্তু কেন ছাতা তোলা হয়? ছাতাপরব পুরুলিয়া জেলার অন্যতম জনপ্রিয় উৎসব। কথিত আছে চুয়াড় বিদ্রোহের সময় তৎকালীন রাজারা জয়লাভ করেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। রাজাদের পাশে ছিলেন ভূমিজ ও আদিবাসীরা। ওই দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখতে তোলা হয় ছাতা। আবার শাস্ত্রমতে দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ছাতা উত্তোলন করা হয়, যাকে বলে ইন্দ্রধ্বজ। অনেকে বলেন অতিবৃষ্টি রোধ করার জন্য ইন্দ্র বন্দনা। সবচেয়ে বিখ্যাত ছাতা পরব অনুষ্ঠিত হয় পুরুলিয়া জেলার টামনা থানার অধীন এই চাকলতোড় গ্রামে।

এই উপলক্ষে এক দিনের বিরাট মেলা বসে। মেলার অধিকাংশ দর্শক আদিবাসী এবং তার সিংহভাগ মহিলা। সাঁওতাল সমাজে লৌকিক প্রথা অনুযায়ী পুরুষদের অন্তত একবার যেতে হয় অযোধ্যার শিকার উৎসবে এবং নারীদের একবার আসতে হয় চাকলতোড় ছাতা পরবে। যার উল্লেখ লেখার শুরুতেই করা আছে। রাতভর চলে নাচ, গান, যাত্রা। সেই মেলা দেখতেই আমাদের আগমন।

জঙ্গলমহলে ছাতা পরবের সঙ্গে একটি পরব জড়িয়ে আছে তা হল ইঁদ পরব। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে করম পরব, দ্বাদশীতে ইঁদ। করম জনতার উৎসব, ইঁদ পরবের পৃষ্ঠপোষক স্বয়ং রাজা। বড় বড় ভূস্বামীরা পালন করে ছাতা পরব। ছাতা পরব হয় প্রধানত ভাদ্র সংক্রান্তিতে। দুটোর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। লম্বা ও সোজা শাল গাছ কেটে, তার মাথায় কাপড় দিয়ে মোড়া বাঁশের ছাতা উত্তোলন করা হয় বা ধ্বজা তোলা হয়। পুরুলিয়ায় বড়বাজারের ইঁদ বিখ্যাত।

চারটে ৫৫ নাগাদ আবার শোরগোল। সত্যি সত্যি এবার রাজা এলেন। ঝাড়খণ্ডের নম্বর ওয়ালা সাদা গাড়িতে চড়ে। সামনে বাজনদার। তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন, গাড়ি থেকে রাজা নামলেন না। ছাতা তোলা স্থান থেকে বেরিয়ে গিয়ে অদূরে একটি ইটের তৈরি স্থায়ী মঞ্চের ওপর গিয়ে দাঁড়ালেন। পুরোহিত গিয়ে তিলক দিলেন কপালে। মহারাজ প্রণাম করলেন ইন্দ্রধ্বজের উদ্দেশ্যে। একটি সাদা রুমাল উড়িয়ে আদেশ দিলেন, ছাতা তোলার।

পিছন ফিরে দেখি ছাতা তোলা হয়ে গেছে। বিদ্যুৎগতিতে কাজ। রাজার পোশাক রাজকীয়। মুখমণ্ডলের সুন্দর গোঁফের সঙ্গে দারুণ মানিয়েছে। মাথায় উষ্ণীষ। পিছনে একজন টাঙ্গি নিয়ে, একজন লাঠি নিয়ে, আর একজন নিশিন্দা গাছের ডাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। যখন গাড়িতে ছাতা উত্তোলনের স্থল প্রদক্ষিণ করেছিলেন তখন নিশিন্দা গাছের ডাল নিয়ে চলা ব্যক্তি সামনে সামনে ডাল উঁচিয়ে যাচ্ছিলেন।

ছাতা তোলার সঙ্গে সঙ্গে রাজা নেমে গেলেন মঞ্চ থেকে, গাড়িতেই ফিরে গেলেন। ভিড় তখন মেলামুখী। আমার সময় যে বিস্তীর্ণ মাঠ ফাঁকা সবুজ দেখেছিলাম, সেখানে শুধু কালো মাথা সারি। জনস্রোতে ভেসে ভেসে আমরাও চললাম। বললাম একবার মেলা প্রদক্ষিণ করে আমরাও বেরিয়ে যাবো। আমাদের যেতে হবে বহু দূরে।

মেলার দোকানদানির মধ্যে জনপ্রিয় দেখলাম শুয়োরের মাংসের দোকান। মাংস রান্না করে দেওয়া হচ্ছে। আড়াইশো গ্রাম ১০০ টাকা। আদিবাসী পরিচালিত হোটেল। নাম ও আদিবাসী অর্থ বুঝতে পারছি না। 'হোটেল রিলৌমালা', 'আবগুয়া দাকা সারদার', 'মীনাক্ষী চা সারদার'। মাঠের মাঝখানটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে নাচ গানের জন্য। আর চারপাশে দোকানপাট। পাকাপোক্ত ব্যবস্থা, কিন্তু মেলা থাকবে একদিন।

আমরা এসে দাঁড়ালাম তেলেভাজার দোকানে। পুরুলিয়া এলাম, আর 'ভাবরা' খাব না। ভাবরা আমাদের ভেজে দিল গরম গরম, পাঁচ টাকা পিস। দোকানে পাঁপড় ভাজা, আলুর চপ, ডিমের চপ, ব্রেড পাকোড়া বিক্রি হচ্ছে। আরেকটা দোকান থেকে আলুর চপ খেলাম। এত স্বতঃস্ফূর্ত মেলা দেখে মন ভরে গেল। আমরা জনজোয়ার ঠেলে সেই মেঠো পথে উঠলাম। গাড়ির কাছে যখন পৌঁছলাম, তখন পুরোপুরি আঁধার নামেনি। আঁধার নামার পর নাকি জমবে আসল মেলা।

সন্ধ্যার পর থেকে ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর থেকে বাস ঢুকতে শুরু করে। সারারাত এইসব জেলার আদিবাসীরা মেলায় ঘোরে, নাচ গান করে, খায়। আদিবাসী ভিন্ন অন্যদের তখন মেলায় ঢোকা বারণ। মেলায় আদিবাসী ছেলে–মেয়েরা নিজেদের পছন্দ মতো সঙ্গী খুঁজে নেন। রাত কাবার হয়ে মেলা পরদিন দুপুর পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। মাঠের ছাতা অবশ্য এক সপ্তাহ তোলা থাকে। শুনেছিলাম মেলার বৈশিষ্ট্য বড় বড় ধামসার কেনাবেচা। শুধু ধামসা নয়, মাদল, আদিবাসী মেয়েদের শাড়ি, টাঙ্গি, তীর, ধনুক অস্ত্রের বিপুল সমাহার। এক জোড়া ছোটো ধামসার দাম ৪ হাজার, একজোড়া মাদল ৫ হাজার।

আমরা মেলামাঠের জনপ্লাবন সাঁতরে পিচ রাস্তাতা উঠলাম। মন তখনও পড়ে রইল মেলামাঠে। কানে বাজতে রইল ধামসা–মাদলের রেশ।

আতশ কাচে

জুডোয় সোনা

ভারতের লিন্থই চানামবাম জুডো জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে দেশের হয়ে প্রথম পদক জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। পেরুর লিমাতে ১৯ বছর বয়সী চানামবাম মহিলাদের ৬৩ কেজি ক্যাটাগরিতে ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

প্রয়াত বার্নার্ড

১৯৭৫ সালে প্রথম একদিনের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বিজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সদস্য বার্নার্ড জুলিয়েন প্রয়াত। বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে তিনি ২৪ টি টেস্ট ও ১২ টি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন। টেস্টে তিনি দুটি শতরান ও তিনটি অর্ধ শতরান করেছেন। ১৮ টি উইকেট নিয়েছেন।

ফের পাক বধ

এশিয়া কাপে ভারতের ছেলেদের কাছে তিনবার হারের পর মেয়েদের বিশ্বকাপেও ভারতের কাছে হারল পাকিস্তান। কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে মহিলাদের একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপের ম্যাচে ভারত ৮৮ রানে পাকিস্তানকে হারিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তান টসে জিতে ভারতকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠায়। ভারত ৫০ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ২৪৭ রান তোলে। হারলিন দেওল ৪৬ রান করেন। রিচা ঘোষ ৩৫ রানে অপরাজিত থাকেন। জয়ের জন্য ২৪৮ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে পাকিস্তান ৪৩ ওভারে ১৫৯ রানে অলআউট হয়ে যায়।

অর্জুন শীর্ষে

ভারতের গ্র্যান্ডমাস্টার অর্জুন এরিগেসি আর প্রজ্ঞানন্দকে টপকে ফিডে র‍্যাংকিংয়ে ভারতের এক নম্বর দাবাড়ু হয়েছেন। ফিডে র‍্যাংকিংয়ে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছেন এরিগেসি। ২৭৭৩ রেটিং অর্জন করেছেন তিনি। ২৭৭১ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছেন প্রজ্ঞানন্দ। ভারতের এই দুই গ্র্যান্ডমাস্টারই ক্রমতালিকায় সেরা দশের মধ্যে রয়েছেন।

শুভম জয় করল অষ্টম উচ্চতম শৃঙ্গ

সুমনা মণ্ডল: পিয়ালীর পর এবার পৃথিবীর অষ্টম উচ্চতম শৃঙ্গ মানাসলু জয় করলেন আরেক হুগলিবাসী পর্বতারোহী শুভম চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বাড়ি হুগলির হিন্দমোটরে। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও অ্যান্টার্কটিকা–সহ একাধিক মহাদেশের পর্বতশৃঙ্গ জয় করেছেন ২৯ বছরের এই পর্বতারোহী। বাঙালি এই পর্বতারোহী 'মাউন্টেনিয়ার রনি' নামে পরিচিত। গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম নথিভুক্ত করতে বিভিন্ন মহাদেশের একের পর এক উচ্চতম শৃঙ্গ জয় করে চলেছেন শুভম চট্টোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে, ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ড লন্ডনে তাঁর নাম উঠেছে। সবচেয়ে কম ৪৯ ঘণ্টা সময়ে ওশিয়ানিয়া মহাদেশের সর্বোচ্চ দু'টি পর্বতশৃঙ্গ অভিযান শেষ করার জন্য ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ড লন্ডনে তাঁর নাম এসেছে। শুভম ৭টি পর্বতশৃঙ্গ ও ৭টি আগ্নেয়গিরি জয়ের লক্ষ্য স্থির করেছেন। এবার পৃথিবীর অষ্টম উচ্চতম শৃঙ্গ মানাসলু (উচ্চতা ৮১৬৩ মিটার) জয় করেছেন শুভম। মানাসলু পর্বতশৃঙ্গ জয়ের পথে একাধিক ক্রেভাস ও তুষার ধসের মতো বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে। পর্বতারোহীদের নিমস দাই নামে পরিচিত নির্মল পুরজার নেতৃত্বে মানাসলু পর্বতশৃঙ্গ জয় করেছেন শুভম–সহ অন্যান্যরা। শুভম বলেন, 'পৃথিবীর অষ্টম উচ্চতম শৃঙ্গ নেপালের মানাসলু জয় করে এসেছি। তার আলাদাই একটা অভিজ্ঞতা। ৮ হাজার মিটার উচ্চতার উপরে পুরোটাই 'ডেথ জোন' বলা হয়। সেখানে অক্সিজেন বা অন্য কোনও সুবিধা থাকে না। তার মধ্যে অক্সিজেন ছাড়া থেকে দারুণ লেগেছে। ৩০ মিনিট অন্তর ক্রেভাস ও সেরাক চোখে দেখার অনুভূতি দারুণ। ইতিমধ্যেই ৫ টি পর্বতারোহণ করেছি। আর ২ টি বাকি আছে। আশা করছি ২০২৬ সালে আমার সমস্ত টার্গেট সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।' তিনি আরও বলেন, ইতিমধ্যেই আফ্রিকা, ইউরোপ, ওশিয়ানিয়া, নর্থ আমেরিকা ও সাউথ আমেরিকায় শৃঙ্গ জয়ের জন্য গিয়েছিলাম। ডিসেম্বরে বেরোচ্ছি অ্যান্টার্কটিকা উদ্দেশ্যে। বুকিং সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, ট্রেনিংয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আবহাওয়াটাই বড় চ্যালেঞ্জ আমার পক্ষে। আগামী দিনের লক্ষ্য অ্যান্টার্কটিকায় ২টি শৃঙ্গ আছে, সেটা জয় করা। সাউথ আমেরিকায় আরেকটি শৃঙ্গ জয় করতে পারিনি। সেটা করে একেবারে বাড়ি ফিরব।'

শুভম চট্টোপাধ্যায়ের জয় করা পর্বত শৃঙ্গগুলি হল– মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো, ফ্রেন্ডশিপ পিক, মাউন্ট এলবার্স, মাউন্ট গিলুই, মাউন্ট উইলহেম, কার্সটেনজ পিরামিড, ওজোস দেল সালাদো এবং পিকো ডি ওরিজাবা।

হাঁটা প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ অক্টোবর বিশ্বজুড়ে হাঁটা দিবস উদযাপিত হল। এই উপলক্ষ্যে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অশোকনগরে হাঁটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। বেঙ্গল মাস্টার্স অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত উক্ত প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন বয়সী ৮০ জন

প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন। সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩০ থেকে ৮০ এবং ততোধিক বয়সী পুরুষ ও মহিলাদের নিয়ে মোট ৬টি বিভাগে এই হাঁটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমে সকল প্রতিযোগীর জন্যই ৫ কিলোমিটার দূরত্ব নির্ধারিত ছিল। তবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে শুধুমাত্র মহিলা প্রতিযোগীদের জন্য ৩ কিলোমিটার দূরত্ব নির্ধারণ করা হয়। প্রতিযোগিতার প্রতিটি বিভাগ থেকেই প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এশিয়া সেরা সাঁতারু সায়নী দাসের পিতা রাধেশ্যাম দাস। তিনি ৬০–৬৯ বয়সী বিভাগে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা শহরের বাসিন্দা রাধেশ্যাম দাস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক। সেই সঙ্গে তিনি একজন সফল ক্রীড়াবিদ এবং প্রশিক্ষক। এদিন অশোকনগর স্টেডিয়ামের সামনের রাস্তায় হাঁটা প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে সকলকে উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, স্থানীয় অশোকনগর–কল্যাণগড় পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবোধ সরকার প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা। বেঙ্গল মাস্টার্স অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক গণেশ সরকার বলেন, আমাদের সংস্থার উদ্যোগে এবারেই প্রথম হাঁটা প্রতিযোগিতার আয়োজন। এই প্রতিযোগিতা দেখার জন্য সুদীর্ঘ ৫ কিলোমিটার রাস্তার পাশে উৎসাহীদের ভিড় ছিল যথেষ্টই।

বিএসএফ–এর আন্তঃসীমান্ত ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)–এর দক্ষিণ বঙ্গ সীমান্তের কর্তৃক আয়োজিত ৪৮তম আন্তঃসীমান্ত ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কল্যাণী স্টেডিয়াম, পৌরসভা মাঠে এক জাঁকজমকপূর্ণ ও বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে করা হয়। পাঁচ দিনের এই টুর্নামেন্ট ৭ থেকে ১১ অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। মূল ম্যাচগুলি ছাড়াও, অন্যান্য খেলাগুলিও গিয়াসপুর টাউন ক্লাব গ্রাউন্ড এবং আইএসইআর গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, কলকাতার সীমান্ত সদর দপ্তর বিএসএফ–এর ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রী প্রবীণ কুমার অন্যান্য ঊর্ধ্বতন বিএসএফ কর্মকর্তা ও কর্মীদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। তার আগমনের পর, তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সকল দলের ব্যবস্থাপক এবং অধিনায়কদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন বিএসএফ সীমান্তের দলগুলির একটি চিত্তাকর্ষক মার্চ–পাস্টের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়, যা দর্শকদের রোমাঞ্চিত করে এবং টুর্নামেন্টের জন্য একটি প্রাণবন্ত সুর তৈরি করে।

এই প্রতিযোগিতায় ১১টি বিএসএফ সীমান্তের ফুটবল দল অংশগ্রহণ করছে। লীগ এবং নকআউট ফর্ম্যাটে ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ১১ অক্টোবর ফাইনাল ম্যাচের মাধ্যমে টুর্নামেন্টটি শেষ হবে। উদ্বোধনী খেলায়, দক্ষিণ বঙ্গ সীমান্ত এক দুর্দান্ত পারফর্মেন্স প্রদর্শন করে, একটি উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে কাশ্মীর ফ্রন্টিয়ারকে ১–০ ব্যবধানে পরাজিত করে। খেলোয়াড়দের উৎসাহ, শক্তি এবং অসাধারণ দক্ষতা দর্শকদের মুগ্ধ করে, স্টেডিয়ামকে উত্তেজনা এবং আনন্দে ভরিয়ে তোলে।

এই ইভেন্টটি কেবল ক্রীড়ানুরাগীতা এবং দলগত কাজের উদযাপন নয়, বরং যুবসমাজকে খেলাধুলাকে ক্যারিয়ার হিসেবে গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করার একটি শক্তিশালী মাধ্যমও। বিএসএফ দ্বারা আয়োজিত এই প্রতিযোগিতাটি দেশের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এর চেতনার সুন্দর প্রতীক। এটি এই বার্তা প্রদান করে যে ক্রীড়াক্ষেত্রে কোনও সীমানা বা পার্থক্য নেই, প্রতিটি খেলোয়াড় সমান নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা এবং আবেগের সাথে প্রতিযোগিতা করে, দলগত কর্ম এবং জাতীয় ঐক্যের প্রকৃত চেতনাকে মূর্ত করে।

মোহন কর্তাদের সাফাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে এসিএল –টু'র ম্যাচ খেলতে ইরান যায়নি মোহনবাগান। ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তের মুন্ডুপাত করছেন সমর্থকরা। সোশ্যাল সাইটেও সমালোচনার ঝড়। ড্যামেজ কনট্রোল করতে এবার মাঠে নামলেন কর্তারা। লিখিত বিবৃতি দিয়ে কার্যত সাফাই দিলেন ক্লাব সভাপতি ও সচিব এছাড়াও কঠিন সময়ে পাশে থাকার অনুরোধ করেছে সমর্থকদের। আগামী বোর্ড মিটিংয়ে বিষয়টি আলোচনার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে।
ঠিক কী যুক্তি দেওয়া হয়েছে? ম্যারাথন বিবৃতির সারাংশ— ইরানে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত একান্তই ফুটবলারদের। খেলার চেয়ে মানুষের জীবনের মূল্য অনেক বেশি। আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য পেতে ম্যানেজমেন্ট বদ্ধপরিকর। তাই শক্তিশালী দল গঠনের জন্য কোনও কার্পণ্য করা হয় না।

অমলা নার্সিংহোম নিবেদিত আলিপুর বার্তা শারদ সম্মান ২০২৫

নুঙ্গি ছাত্র সংঘ

রামচন্দ্র নগর নেতাজী সুভাষ ক্লাব

বিশালক্ষ্মীতলা আমরা সবাই

নোদাখালি নতুন রাস্তায় শারদ সম্মান দিচ্ছেন নোদাখালি থানার আইসি ধীমান বৈরাগী।

বজবজ কেন্দ্রীয় সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি।

বাখরাহাট ব্যবসায়ী সুরক্ষা কমিটি

মধ্য পূজালি ছোট বটতলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির মিশরের পিরামিড।

সাউথ বাওয়ালি যুব সম্প্রদায়।

মধ্য পূজালী ছোট বটতলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি।

বিশালক্ষী তলা আমরা সবাই দুর্গোৎসবের এবারে থিম ছিল বোধিমুল জ্ঞানের বৃক্ষ।

ছবি : অরুণ লোধ

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com